Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Chaitra 20, 1430 Bangla, April 03, 2024, Wednesday, No. 94, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina urges state nuclear agency of Russia Rosatom to consider constructing a second nuclear power plant in Rooppur, Pabna. (Radio Tehran: 11)

FM Hasan Mahmud says efforts are being made to repatriate 180 Myanmar border guards and army members taking refuge in Bangladesh and rescue 170 Bangladeshis stranded in Myanmar. (VOA: 9)

BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi alleges that the incumbent government is forcing Bangladesh to become economically, politically, and culturally subservient to its neighbour, termed Dhaka as a city of beggars. (VOA: 8, Radio Today: 15)

Court accepts charge sheet against 14 people, including Nobel laureate Dr. Muhammad Yunus in ACC case of money embezzlement from workers and employees welfare fund of Grameen Telecom. (VOA: 6)

BRAC assisted 1,200 underprivileged young women in coastal communities receive employment opportunities with cooperation of US Embassy. (VOA: 10)

WB stated that monetary policy reforms are necessary to increase foreign exchange reserves and reduce inflation in Bangladesh. (VOA: 9)

BB stated, 3,604 Bangladeshis who have built second homes in Malaysia till 2024 have illegally siphoned off money from Bangladesh and are using Malaysia as a conduit to smuggle money to third countries. (DW: 11)

Abrar Fayaz, younger brother of slain Abrar Fahad in the hands of Chhatra League, says he would not admitted had he known that student politics would resume in BUET. (BBC: 5)

Unertainty looms around crew of Bangladeshi ship MV Abdullah, which was taken hostage by Somali pirates regarding their return to their families before Eid; Owners stated all efforts are being made. (BBC: 3)

In reaction to a grave accusation made by PM Narendra Modi, BJP and Congress were embroiled in a verbal spat on India-Bangladesh enclave exchange agreement. (BBC: 4)

BBC investigation found Women from the Bangladeshi community in the UK say their lives are being ruined by a TikTok troll. (BBC: 27)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ২০, বাংলা ১৪৩০, এপ্রিল ৩, ২০২৪, বুধবার, নং- ৯৪, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

বাংলাদেশের রূপপুরে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোসেটমকে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (রেডিও তেহরানঃ ১১)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমারের ১৮০ জন সীমান্তরক্ষী ও সেনা সদস্যকে ফেরত পাঠানো ও মিয়ানমারে আটকে পড়া ১৭০ জন বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। (ভোয়াঃ ৯)

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে প্রতিবেশী দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী; ঢাকাকে ভিক্ষুকের নগরীর সাথে তুলনা। (ভোয়াঃ ৮, রেডিও টুডেঃ ১৫)

গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছে আদালত। (ভোয়াঃ ৬)

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সহায়তায় উপকূলীয় অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ১ হাজার ২০০ তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে ব্র্যাক। (ভোয়াঃ ১০)

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে এবং মুদ্রাস্ফীতি কমাতে, মুদ্রা নীতি সংস্কার জরুরি বলে উল্লেখ করেছে বিশ্বব্যাংক। (ভোয়াঃ ৯)

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় যে ৩,৬০৪ জন বাংলাদেশি সেকেন্ড হোম তৈরি করেছেন তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করেছেন ও তৃতীয় দেশে অর্থ পাচারের জন্য মালয়েশিয়াকে রুট হিসেবে ব্যবহার করছেন। (ডয়চে ভেলেঃ ১১)

বুয়েটে আবার ছাত্র রাজনীতি চালু হবে জানলে এই ক্যাম্পাসে ভর্তি হতেন না বলে জানিয়েছেন ছাত্রলীগের হাতে নিহত আবরার ফাহাদের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ। (বিবিসিঃ ৫)

সোমালি জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহর নাবিকেরা ইদের আগে পরিবারের কাছে ফেরা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়, মুক্ত করতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চলছে জানিয়েছে মালিকপক্ষ। (বিবিসিঃ ৩)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তোলা একটি গুরুতর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময় চুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে ভারতে বিজেপি-কংগ্রেস বিতর্ক। (বিবিসিঃ ৪)

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মহিলারা বলছেন যে একটি টিকটক ট্রলের দ্বারা তাদের জীবন নষ্ট হচ্ছে। (বিবিসিঃ ২৭)

বিবিসি

এমভি আব্দুল্লাহ'র জিম্মি নাবিকরা কি ঈদের আগে বাড়ি ফিরতে পারবেন?

বাংলাদেশি মালিকানাধীন মালবাহী জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ ছিনতাইয়ের পর তিন সপ্তাহ পার হতে চললো। সোমালি জলদস্যুদের হাতে জিম্মি জাহাজটির নাবিকরা ইদের আগে পরিবারের কাছে ফিরতে পারবেন কি না এটি নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। যদিও জাহাজটির মালিকপক্ষ বলছেন, নাবিকদের দ্রুত মুক্ত করতে তারা সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এমভি আব্দুল্লাহ ছিনতাইয়ের পর প্রথম আট দিন চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কেটেছে জিম্মি নাবিকদের পরিবারগুলোর। নয়দিনের মাথায় সোমালি জলদস্যুরা এমভি আব্দুল্লাহ'র মালিকপক্ষ কবির গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করলে কিছুটা আশার আলো দেখতে পান তারা। "এরপর থেকেই আমরা অধীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছি যে, কখন ছেলেটা মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে," বিবিসি বাংলাকে বলেন ছিনতাই হওয়া জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ'র চিফ অফিসার আতিকুল্লাহ খানের মা শাহানুর বেগম। "আমি চাই আমার ছেলে ইদের আগেই ঘরে ফিরে আসুক," বলেন মিজ বেগম। এমভি আব্দুল্লাহ'র মালিকপক্ষও জানিয়েছে যে, ইদের আগে নাবিকদের মুক্ত করতে তারা সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। "আমরাও চাচ্ছি ইদের আগেই এই জিম্মিদশার অবসান হোক এবং সেজন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি," বিবিসি বাংলাকে বলেন কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইদের আগে মুক্তি পেলেও এমভি আব্দুল্লাহ'র নাবিকদের দেশে ফেরানো কঠিন হবে। "জাহাজটি এখন যেখানে অবস্থান করছে, মুক্তি পেলেও ইদের আগে সেখান থেকে বাংলাদেশে আসা সম্ভব হবে না বললেই চলে," বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী।

যতই দিন যাচ্ছে, ততোই এমভি আব্দুল্লাহতে সুপেয় পানির সংকট তীব্র হচ্ছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন চিফ অফিসার আতিকুল্লাহ খানের মা শাহানুর বেগম। সোমালি জলদস্যুদের কাছে জিম্মি মি. খানের সাথে তার পরিবারের সবশেষ যোগাযোগ হয়েছে রোববার সন্ধ্যায়। "খাবারের সংকট আপাতত নেই, তবে পানির সংকট তীব্র হচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ বেগম। তিনি আরও বলেন, "পানি শেষ হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে এখন নাবিকরা সবাই রেশনিং করে অল্প পানি ব্যবহার করছে।" মোজাম্বিক থেকে প্রায় ৫৫ হাজার টন কয়লা নিয়ে দুবাইয়ে যাওয়ার পথে গত ১২ই মার্চ ২৩ জন নাবিকসহ এমভি আব্দুল্লাহকে জিম্মি করে সোমালি জলদস্যুরা। তখন জাহাজটিতে প্রায় ২০০ টন বিশুদ্ধ পানি এবং মাসখানেকের হিমায়িত খাবার মজুদ ছিল বলে জাহাজের মালিকপক্ষ জানিয়েছে। এর বাইরে কিছু শুকনা খাবার মজুদ ছিল বলেও জানিয়েছে তারা। ফলে খাবার এবং পানি নিয়ে নাবিকরা সংকটে পড়বেন না বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু জিম্মি করার পর অন্তত ২০ জলদস্যুর সবাই যখন নাবিকদের খাবারে ভাগ বসান, তখনই মূলত খাবার নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। আটদিন পর জাহাজের মালিকপক্ষের সাথে মুক্তিপণের বিষয়ে সমঝোতা শুরু হয়। ততক্ষণে এমভি আব্দুল্লাহও সোমালিয়ার উপকূলে পৌঁছে যায়। ফলে জলদস্যুরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করায় নাবিকদের মধ্যে খাবার নিয়ে উদ্বেগ কিছুটা কমে।

এদিকে, মুক্তি পাওয়ার পর জাহাজ নিয়ে রওয়ানা হতে গেলেও সুপেয় পানির প্রয়োজন হবে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। "এমনকি জাহাজের ইঞ্জিন স্টার্ট করতে গেলেও বেশ ভালো পরিমাণে ফ্রেশ ওয়াটারের প্রয়োজন হয়," বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী। "কিন্তু সোমালিয়ায় ফ্রেশ ওয়াটার অতটা সহজলভ্য নয়। কাজেই এটি নিয়ে নাবিকদের দুশ্চিন্তা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক," বলেন মি. চৌধুরী। অন্যদিকে, একই জায়গায় গাদাগাদি করে থাকা এবং লোনাপানিতে গোসল করার কারণে জিম্মি নাবিকদের অনেকের শরীরে চুলকানির মতো চর্মরোগ দেখা দিয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। "আমার ছেলের আগে থেকেই অ্যালার্জির সমস্যা। ওর শরীরে নাকি এখন চুলকানি হয়ে গেছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ বেগম। তবে মুক্তিপণের বিষয়ে জাহাজের মালিকপক্ষের সাথে সমঝোতা আলোচনা শুরু হওয়ার পর জলদস্যুরা জিম্মি নাবিকদের সাথে তুলনামূলক ভালো ব্যবহার করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কয়লাসহ জাহাজ এবং জিম্মি নাবিকদের মুক্ত করতে গত ২০শে মার্চ থেকে জলদস্যুদের সাথে সমঝোতা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এমভি আব্দুল্লাহ'র মালিকপক্ষ কবির গ্রুপ। মূলত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া তৃতীয় একটি পক্ষের সহায়তায় সমঝোতা আলোচনাটি চালানো হচ্ছে। "আলোচনায় বেশ ভালো অগ্রগতি হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। তার দাবি, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলেই জলদস্যুরা জিম্মি নাবিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করছেন।

ভারতীয় নৌবাহিনী জানিয়েছে যে, এমভি রুয়েনের মালিকপক্ষের কাছে প্রায় ৫০০ কোটি ভারতীয় রুপি সমমানের মুক্তিপণ চেয়েছিল সোমালি জলদস্যুরা। কিন্তু এমভি আব্দুল্লাহর ক্ষেত্রে জলদস্যুরা কতটাকা মুক্তিপণ চাচ্ছে, সে বিষয়ে মুখ খুলছে না কবির গ্রুপ। এমনকি জলদস্যুদের পক্ষ থেকে এখনো মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে কি না, সেটিও স্পষ্ট করা হচ্ছে না। "শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, জিম্মি নাবিকদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য যা যা করার দরকার,

সব চেষ্টায় আমরা করছি," বিবিসি বাংলাকে বলেন কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। জিম্মি নাবিকদের সাথে মালিকপক্ষের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। শিগ্গিরই তারা এমভি আব্দুল্লাহকে জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ নারগীস)

ছিটমহল বিনিময়ের কথা হঠাৎ কেনো তুলছে ভারতের কংগ্রেস?

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে ২০১৫ সালের ৩১শে জুলাই আর পয়লা অগাস্টের মাঝরাতে। তার প্রায় নয় বছর পরে লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সেই প্রসঙ্গ তুলে এনেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ভাষণের জবাব দিতে গিয়ে কংগ্রেস তারই পুরোনো একটি বিবৃতি তুলে ধরে বলেছে, ২০১৫ সালে বাস্তবায়িত "স্থলসীমা চুক্তি শুধু ভূমি পুনর্বিন্যাস ছিল না, সেটা ছিল হৃদয় মিলে মিশে যাওয়ার মতো ঘটনা।" কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে আসলে নরেন্দ্র মোদীর তোলা একটি গুরুতর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে ভারত-বাংলাদেশের স্থলসীমা চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে এনেছে।

মি. মোদী অভিযোগ করেন, "নতুন তথ্য সামনে এসেছে যে কীভাবে বোকার মতো কংগ্রেস কচ্ছথিভু দিয়ে দিয়েছিল।"কচ্ছথিভু একটি ছোট দ্বীপ, দুই বর্গ কিলোমিটারেরও কম আয়তন এর। শ্রীলঙ্কা আর ভারতের মধ্যে পক প্রণালীতে অবস্থিত এই ছোট্ট দ্বীপটি। শ্রীলঙ্কা এবং ভারত দুই দেশই এই দ্বীপটি নিয়ে দাবি-পাল্টা দাবি জানিয়ে আসছিল। অবশেষে ১৯৭৪ সালে ওই দ্বীপের ওপর থেকে ভারত তার দাবি তুলে নেয়। এ নিয়ে তামিলনাড়ুর স্থানীয় রাজনীতি একাধিকবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে গিয়ে মি. মোদীই প্রথমবার জাতীয় রাজনীতিতে বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এলেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যাণ্ডেলে ওই ঘটনাকে মি. মোদী 'চোখ খুলে দেওয়ার মতো' এবং 'ভয়াবহ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এটা প্রতিটি ভারতীয়কে রাগিয়ে দিয়েছে এবং মানুষের মনে এ কথা আবারও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে যে, কংগ্রেসকে কখনই বিশ্বাস করা যায় না। ভারতের ঐক্যকে দুর্বল করা, ভারতের স্বার্থে আঘাত করাই ৭৫ বছর ধরে কংগ্রেসের কাজের ধরন।"

ভারতের ইংরেজি দৈনিক টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন থেকে কচ্ছথিভু নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ওই পত্রিকার লিখেছিল যে, ভারত সরকারের 'উদাসীন মনোভাব'-এর কারণে ১৯৭৪ সালে কচ্ছথিভু দ্বীপটি শ্রীলঙ্কার হাতে চলে যায়। তামিলনাড়ুর বিজেপি প্রধানকে আন্নামালাইয়ের দায়ের করা তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন থেকে বিষয়টি জানা গেছে বলে পত্রিকাটি জানায়।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে যেমন বিষয়টি উত্থাপন করেন, তেমনই সেদিনই তিনি এক্স হ্যান্ডেলেও লেখেন। তারপরে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করও। সেখানে তিনি বলেন, "ডিএমকে (দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগম তামিলনাড়ুর ক্ষমতাসীন দল) আর কংগ্রেস এমন আচরণ করছে যে, সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের দায় আর তারা যেন কিছুই করেনি। বিষয়টি নিয়ে যেন এখনই শুধু আলোচনা হচ্ছে, এর যেন কোনো ইতিহাস নেই। এটা এখন আলোচনায় এজন্য উঠে এসেছে যে, মানুষ জানতে চাইছেন এই বিতর্ক কীভাবে শুরু হয়েছিল? সংসদে একাধিকার এই দ্বীপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। "আমি নিজে ২১ বার তামিলনাড়ু সরকারকে জবাব দিয়েছি। তৎকালীন বিদেশ সচিব ও তখনকার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির মধ্যে ১৯৭৪ সালে কথা হয় কচ্ছথিভুর ওপরে ভারত আর শ্রীলঙ্কা দুই পক্ষেরই দাবি আছে।"

জানা যায় যে ১৮৭৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বীপের আশেপাশে মাছ ধরার জন্য অনুমতি দিয়েছিল স্থানীয় রামনাথপুরের রাজাকে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ওই রাজার জমিদারি স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাজ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

কচ্ছথিভু দ্বীপের ওপর থেকে ভারতের দাবি তুলে নেওয়ার সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশের স্থল চুক্তি বাস্তবায়ন কখনই তুলনীয় নয় বলে মনে করছেন সাবেক ছিটমহলের নেতৃত্ব। দুই দেশের মধ্যে স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়ন করে ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় হয় ২০১৫ সালের ৩১শে জুলাই আর পয়লা অগাস্টের মাঝরাতে। ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল মিশে গিয়েছিল ভারতের সঙ্গে আর ১১১টি ভারতীয় গ্রাম হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের অঙ্গ। স্থল চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি তুলে দুই দেশের ছিটমহল-বাসীদের বাসিন্দারা যে আন্দোলন করেছিলেন, তার নেতা ছিলেন দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "কচ্ছথিভু দ্বীপের ঘটনা ছিটমহল বিনিময়ের সঙ্গে তুলনীয় নয় কখনই। আর ছিটমহল বিনিময়ে মি. মোদীর সরকারের ভূমিকা ছিল একান্তই বাস্তবায়নের। নেহরু-নূন চুক্তি, তারপরে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি আর খালেদা জিয়া-নরসীমা রাও চুক্তি- এগুলোই ছিল স্থলসীমা চুক্তির ভিত্তি। সেই অনুযায়ীই আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল হচ্ছে ২০১৫ সালে ঐতিহাসিক ছিটমহল বিনিময়। "আর এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেস-বিজেপি-বাম-তৃণমূল কংগ্রেস সকলেই কিন্তু সমর্থন করেছিল। তাই কোনো একটি দল ছিটমহল বিনিময় করিয়েছে, এভাবে দেখাটাও অনুচিত," বলছিলেন দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ নারগীস)

রাজনীতি ফিরবে জানলে বুয়েটে ভর্তি হতাম না: আবরার ফাহাদের ভাই

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েটে) আবার ছাত্ররাজনীতি চালু হবে জানলে এই ক্যাম্পাসে ভর্তি হতেন না বলে জানিয়েছেন ছাত্রলীগের হাতে নিহত আবরার ফাহাদের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "আমার সুযোগ ছিল, আমি বাইরে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু রাজনীতি নেই দেখে আমি বুয়েটে ভর্তি হয়েছি।" ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এরপরই ছাত্রদের তীব্র আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ হয় ছাত্ররাজনীতি। মি. ফাহাদ যখন নিহত হয়েছিলেন, তার ভাই মি. ফাইয়াজ তখন মাধ্যমিকের ছাত্র। ভাইয়ের হত্যার তিন বছর পর মি. ফাইয়াজ যখন বুয়েটে ভর্তি হন, তখন সেখানে ছাত্ররাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ। সোমবার আদালতের রায়ের পর আবরার ফাইয়াজ তার ও পরিবারের উদ্বেগের কথা জানান বিবিসি বাংলাকে।

মি. ফাইয়াজ বলেন, "বুয়েটে যদি আবার সেই রাজনীতি ফিরে আসে, তাহলে তা হবে আবরার ফাহাদকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার শামিল। এত কিছুর পরও যদি রাজনীতি ব্যাক করে, তাহলে পরে কাউকে মারলেও কোন প্রতিবাদ হবে না।" বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে ২০১৯ সালে ঘোষণা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ, একটি রিট আবেদনের পর সোমবার সেটি স্থগিত করে হাইকোর্ট। এরপর মঙ্গলবার থেকে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রলীগ। দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, বুয়েটে তাদের নতুন রাজনীতি হবে সেশনজট, র‍্যাগিং-বুলিং, দখল-বাণিজ্য ও হত্যা-সন্ত্রাস বিরোধী রাজনীতি। তবে বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলছেন, রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের বাইরে তারা অন্য কোনো ইস্যুতে তারা মতামত দিতে চান না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিবিসি বাংলাকে বলেন, "পাঁচ বছর আগে রাজনৈতিক পরিবেশে ভয়ের জায়গা ছিল বুয়েট। রাজনীতি বন্ধ হওয়ায় আমরা একটা নিরাপদ ক্যাম্পাস পেয়েছিলাম। আমরা সেই পরিবেশটাই বজায় রাখতে চাচ্ছি।" সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ করে রাজনীতি চালু করার কথা বলেও শিক্ষার্থীরা বলছেন, রাজনীতি ফিরলে তারা আর ক্লাস পরীক্ষায় ফিরবেন না। বুয়েটের শিক্ষার্থীদের সাথে এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা জানিয়ে সরব হয়ে উঠেছেন সাবেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও। বুয়েটের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. আইননু নিশাত বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির নামে যা হচ্ছে সেটা তো অপরাজনীতি। ছাত্ররাজনীতির এই চরিত্র আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না।" তবে মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে একটি সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, "আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক ধারার ছাত্ররাজনীতির সূচনা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বুয়েট থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে।" এ জন্য বিশ্বের স্বচ্ছ র‍্যাংকিংধারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতি কীভাবে পরিচালিত হয় তা থেকে জ্ঞান নিয়ে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি চালুর কথা বলেন তিনি। তবে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের আপত্তি কেনো, তা জানতে বিবিসি বাংলা কথা বলেছে বর্তমান বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে। তারা অনেকটা খোলামেলা এসব প্রশ্নের জবাব দেন বিবিসির বাংলার কাছে। তার মি. ফাহাদের ছোট ভাই মি. ফাইয়াজ ছাড়া আর কেউ তাদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মতো র‍্যাগিং কালচার ভয়াবহ অবস্থায় রূপ নিয়েছিলো বুয়েটেও। ছাত্ররা বলছেন, ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের আগ পর্যন্ত বুয়েটের হলগুলোতে র‍্যাগিংয়ের নেতৃত্ব দিতো ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অনেকেই। ক্যাম্পাসে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম বর্ষের স্টুডেন্টদের থাকতে হতো গণরুমে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বুয়েট ক্যাম্পাসে সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। ক্লাস চলাকালীন মাসগুলোতে এ কারণে ছুটির আগের দিন প্রতি বুধবার রাতে গণরুম সংস্কৃতি প্রবল হয়ে উঠেছিলো বুয়েটে। এ কারণে ছুটির আগে বুয়েটের বুধবার রাত পরিচিত ছিল চাঁদরাত নামেই। বুয়েটের এম এ রশীদ হলের এক ছাত্র বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সেখানে এমন ভয়াবহভাবে র‍্যাগিংয়ের শিকার হতে হতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের তা বলার ভাষা নেই। এ কারণে প্রতি বুধবার আসলেই আমাদের আতঙ্কে থাকতে হতো। আমরা চাই না সেই চাঁদ রাত আবার ফেরত আসুক।"

বাংলাদেশের বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে ভর্তি হয় দেশের সর্বোচ্চ মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে থাকে বলে একটি ধারণা রয়েছে। সাবেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিবিসি বাংলাকে জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে কোন ধরনের কোটা পদ্ধতি নেই। সে কারণে মেধাবী বাদে ভর্তি হতে পারেন না। চতুর্থবর্ষের এক শিক্ষার্থী বিবিসি বাংলাকে জানান, ছাত্ররাজনীতি যখন চালু ছিল তখন প্রতিটি হলে সিট বরাদ্দ এবং এ নিয়ে বাণিজ্য করত ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠন। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত হলে সিট পেতে ধরনা দিতে হতো ছাত্র নেতাদের কাছে। কোন কোন নেতা আবার এই সিট বরাদ্দের বিনিময়ে অনেকের কাছ থেকে টাকাও নিতো। শিক্ষার্থীরা বলছেন, রাজনীতি বন্ধ গত পাঁচ বছরে হলের সিট বরাদ্দ কিংবা বিভিন্ন ইস্যুতে হল প্রশাসনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার কারণে প্রায় সব শিক্ষার্থীই হলে আসন পেয়েছেন। বুয়েটের ১৭ ব্যাচের ছাত্র মি. হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, '২০১২-১৯ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগের এই অপ-রাজনীতির স্বীকার হয়েছেন অনেকে। ক্ষমতা ধরে রাখতে ছাত্র নেতারা ছেলে মেয়েদের ডেকে নিয়ে যাওয়া

হতো।" "এই ছাত্রলীগ নেতাদের অনেকেই ডাইনিং কিংবা মেসের টাকা মেরে খাওয়ার জন্য রাজনীতি করতো। এ নিয়ে তাদের কেউ জবাবদিহিও করতে পারতো না," বলছিলেন মি. হোসেন।

ছাত্র-রাজনীতি ইস্যুতে বুয়েটের এই আন্দোলনে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন সাবেক শিক্ষার্থীরাও। গত দুই দিনে 'নো স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইন বুয়েট' হ্যাশট্যাগ' ব্যবহার করে বুয়েটের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনেককেই বিভিন্ন ধরনের পোস্ট দিতে দেখা গেছে। আলমগীর রিপন নামের ৯২ ব্যাচের সাবেক এক শিক্ষার্থী হ্যাশট্যাগ দিয়ে যে পোস্ট করেছেন তিনি সেখানে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। ওই পোস্টে তিনি লিখেছেন, তিনি বুয়েটের ড. এম এ রশীদ হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

মি. রিপন জানান, রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার পরও তিনি রাজনীতির বিরোধিতা করছেন বর্তমান রাজনীতির ধারা নিয়ে। তিনি ঐ পোস্টে জানান, এখন ক্যাম্পাসে গণরুমসহ বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি ঢুকেছে। যে কারণে তিনি এই রাজনীতির বিরোধিতা করছেন।

বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে সোমবার আদালতের রায়ের পর মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেন ছাত্রলীগ। এসময় তারা বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশেষায়িত ছাত্র রাজনীতির রূপকল্প তারা তৈরি করার কথা জানান। একই সাথে প্রায় পাঁচ বছর পর ক্যাম্পাসে ফিরতে তারা চার দফা ঘোষণা করেন। তবে, এই চার দফা বাস্তবায়নে তারা কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেননি। তাদের ঘোষিত কর্মসূচিগুলো হলও- ১. বুয়েটের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ হোসেন রাহি রাবির আবাসিক হল ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বুয়েট শহিদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি, ২. আধুনিক, স্মার্ট ও পলিসি নির্ভর নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি প্রতিষ্ঠার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে বুয়েট শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতামত আহ্বান ও আলোচনা; ৩. সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী-জঙ্গি কালোছায়া থেকে বুয়েটকে মুক্ত করতে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন এবং ৪. বুয়েটে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন, "আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক ধারার ছাত্ররাজনীতির সূচনা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বুয়েট থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে।" এজন্য বিশ্বের স্বচ্ছ র‍্যাংকিংধারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতি কীভাবে পরিচালিত হয় তা থেকে জ্ঞান নিয়ে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি চালুর কথা বলেন তিনি। মি. হোসেন জানান, মহাকাশে কীভাবে অভিযান পরিচালনা করা যায়, রোবটিক্সের মাধ্যমে কীভাবে শিল্প বিপ্লব জয় করা যায়, নিজ দেশের উচ্চ প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার্সদের মাধ্যমে কীভাবে ভবিষ্যতের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় সেটি নিয়ে ভাবছেন তারা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ নারগীস)

ভয়েস অফ আমেরিকা

দুদকের মামলায় ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ

গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে, বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদকের করা মামলায় নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছে আদালত। মঙ্গলবার (২রা এপ্রিল) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত এ অভিযোগপত্র গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে পরবর্তী বিচার কার্যক্রমের জন্য ঢাকার বিশেষ জজ আদালত- ৪ এ মামলাটি বদলির আদেশ দেন। আগামী ২রা মে মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করেছেন আদালত। মামলার অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন; গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম, পরিচালক ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালক পারভীন মাহমুদ, নাজনীন সুলতানা, মো. শাহজাহান, নূরজাহান বেগম, এস এম হুজ্জাতুল ইসলাম লতিফী। এই মামলায় আরো যারা অভিযুক্ত, তারা হলেন; আইনজীবী মো. ইউসুফ আলী, জাফরুল হাসান শরীফ, গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ হাসান, ইউনিয়নের প্রতিনিধি মো. মাইনুল ইসলাম ও দপ্তর সম্পাদক মো. কামরুল হাসান। মামলার শুনানিকালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, গত ৩রা মার্চ এ মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত ১ ফেব্রুয়ারি অর্থ আত্মসাত মামলায় ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। উল্লেখ্য, গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত বছরের ৩০ মে দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে এ মামলা করেন। এ বছরের ১লা জানুয়ারি ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে রায় দেয় ঢাকার একটি শ্রম আদালত। আরেকটি ধারায় তাদের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর এই মামলা দায়ের করেছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর ড. ইউনূসের আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। আদালত আবেদন মঞ্জুর করলে কারাগারে যেতে হয়নি ড. ইউনূসকে। রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় আদালতে সাংবাদিকদের ড. ইউনূস বলেছিলেন, "যে অপরাধ

করিনি, সেই অপরাধর জন্য শাস্তি পেলাম।" এই মামলা ছাড়াও, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। মামলাকে হয়রানিমূলক বলে উল্লেখ করেন ড. ইউনূসের পক্ষের আইনজীবীরা।

এদিকে, শ্রম আদালতের দেয়া ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় চ্যালেঞ্জ করে, ২৮শে জানুয়ারি (রবিবার) শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস । বিস্তারিত শুনানির জন্য আদালত আপিল গ্রহণ করে এবং আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দেয়। ড. ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, "প্রাথমিক শুনানির পর, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে এবং এ মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের নথি তলব করেছে।" অন্যদিকে, বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না। ১লা ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। আনিসুল হক বলেন, "ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি করার জন্য সরকার কিছু করছে না। তার বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না। যে মামলা হয়েছে, সেটা শ্রমিকরা করেছিল, তারপর শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর তার বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছে। আমি কেবল বলব, দেশ আমাদের সবার। নির্বাহী, আইনসভা কিংবা বিচার বিভাগ সব বিষয়ে দেশের অর্জনই দেশের মানুষের।" আনিসুল হক আরো বলেন, "অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও বিদেশে ছড়ানো হচ্ছে; তার (ড. ইউনূস) বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। আরো বলা হচ্ছে, আমরা তাকে হয়রানির জন্য এটা করছি।" এ ছাড়া, সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার বিচার অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে চলছে। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের বিচার বিভাগ অত্যন্ত স্বচ্ছ। অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচার চলছে।" তিনি আরও বলেন, "তার জামিন পাওয়ার বিষয়টিই প্রমাণ করে বিচার অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে চলছে।" হাছান মাহমুদ বলেন, ড. ইউনূসের সংগঠনের বঞ্চিত কর্মীরা তার বিরুদ্ধে মামলাগুলো দায়ের করেছে, সরকার এতে কোনো পক্ষ নয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ এলিনা)

বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায়ের পর সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (১লা এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টা ২ মিনিটে সংবাদ সম্মেলন ডেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডমুক্ত ক্যাম্পাসের প্রত্যাশা প্রকাশ করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা দেশের বিচার বিভাগের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আস্থার কথা উল্লেখ করেন এবং ক্যাম্পাসে বহিরাগত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানের ওপর জোর দেন। বিশেষ করে ২৮শে মার্চ যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ঘটনাটিকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধানের লঙ্ঘন বলে মনে করছেন। তারা রাজনীতিমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে, বুয়েটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হতে উপাচার্যের প্রতি আহবান জানান। অন্যদিকে, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন সোমবার বিকালে গণমাধ্যমকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে সংকুচিত সাংবিধানিক অধিকার পুনরুদ্ধার হয়েছে হাইকোর্টের রায়ে। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। বুয়েটে নিয়মিত ছাত্রদের রাজনৈতিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সাদ্দাম হোসেন এবং হাইকোর্টের রায় ও বুয়েটের অধ্যাদেশ অনুযায়ী তা বাস্তবায়নে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বুয়েট প্রশাসন হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত মেনে চলার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে। যা ক্যাম্পাসের রাজনৈতিক পটভূমিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ২০১৯ সালে জারি করা প্রজ্ঞাপন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না; তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে। বুয়েটের হল থেকে সম্প্রতি বের করে দেয়া শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ রাহিম রাব্বির করা এক রিটের শুনানি শেষে, সোমবার (১লা এপ্রিল) বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার কাজলের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এই আদেশ দেন। রিটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, বুয়েটের ভিসি ও রেজিস্ট্রারকে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী শাহ মঞ্জরুল হক। আর, রাষ্ট্র পক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আবুল কালাম খান দাউদ।

বুয়েটের ছাত্রাবাসে ২০১৯ সালের ১৬ই নভেম্বর শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। সেই ঘটনার পর ২০১৯ সালের ১৬ই নভেম্বর শিক্ষার্থীদের রাজনীতিতে অংশ না নিতে প্রজ্ঞাপন জারি করে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। এরপর, গত বছরের ১৯ই জুলাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধের বিষয়টি আবার মনে করিয়ে দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে বুয়েটের কয়েকজন শিক্ষার্থীর পদপ্রাপ্তির ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশ ও সামাজিক মাধ্যমে আলোচিত হওয়ার পর এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব রাজনৈতিক সংগঠন এবং এর কার্যক্রম ইতোমধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং, কোনো শিক্ষার্থী অনুমোদিত ক্লাব বা সোসাইটি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দলের বা এর অঙ্গ সংগঠনসহ অন্য কোনো সংগঠনের সদস্য হতে বা তার কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না। এছাড়া, বুয়েটের কোনো শিক্ষার্থীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ

অন্য কোনো মাধ্যমে তাহাদের সাংগঠনিক রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার না করার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেয়। গত বৃহস্পতিবার (২৮শে মার্চ) গভীর রাতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি, দপ্তর সম্পাদকসহ অনেকে বুয়েট ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। এর প্রতিবাদে শুক্রবার (২৯শে মার্চ) থেকে আন্দোলন শুরু হয়। পরে, শুক্রবার (২৯শে মার্চ) বিকালে বুয়েটের শহীদ মিনারের সামনে শিক্ষার্থীরা সংবাদ সম্মেলন করেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালকের (ডিএসডব্লিউ) কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভ করেন। সেদিন রাতে বুয়েটের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফোরকান উদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে ইমতিয়াজ রাহিম রাব্বির হলের সিট বাতিল করা হয়। পাশাপাশি বিষয়টি তদন্তে কমিটি গঠন করে ৮ই এপ্রিলের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। ইমতিয়াজকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করাসহ ছয় দফা দাবিতে, রবিবার (৩১শে মার্চ) সকাল থেকে আবার বিক্ষোভের ঘোষণা দেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তবে রবিবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে তাদের কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশকে অন্য দেশের অধীনতার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, অভিযোগ রিজভীর

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে প্রতিবেশী দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। মঙ্গলবার (২রা এপ্রিল) দুপুরে বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ের সামনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে দুস্থদের মাঝে ঈদ-বস্ত্র বিতরণ করেন। এ সময় তিনি এ অভিযোগ করেন। "আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি দমনের চেষ্টা করছে তারা;" বলেন রুহুল কবির রিজভী। রিজভী বলেন, যাদের সামর্থ্য আছে তারা সাধারণত নিকটাত্মীয়, গরিব ও অভাবী মানুষদের খাওয়ানোর জন্য ইফতার পার্টির আয়োজন করেন। এটি দেশে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রথা। এ বছর কিছু সংগঠনকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বা বাইরে ইফতার পার্টি করতে দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। "তারা (সরকার) এটা পছন্দ করে না। তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর আঘাত হানছে। প্রধানমন্ত্রী তার প্রভুদের ইচ্ছা পূরণের জন্য এসব করছেন;" অভিযোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। তিনি আরো বলেন যে, বিএনপি প্রাথমিকভাবে বিষয়টি বুঝতে পারেনি। "কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে বুঝতে পারি, কীভাবে তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করছে; তিনি যোগ করেন। বিএনপির ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাকের সমর্থনে রিজভী বলেন, বাংলাদেশের জনগণ এবং মূল্যবোধকে সম্মান করে না ভারত। "আমরা কেন তাদের শাড়ি বা টুথপেস্ট কিনব;" বলেন তিনি। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ভারতের সীমান্ত রক্ষীরা নিয়মিতভাবে সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা করছে। সীমান্ত হত্যা নিয়ে চুক্তি আছে, প্রোটোকল আছে। কিন্তু বিএসএফ তাতে মাথা ঘামায় না। তারা প্রায়ই সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা করছে। ভারতের নাম উল্লেখ না করে রিজভী আরো বলেন, তারা দাবি করে, তারা একটি গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া স্বীকার করে না। এমনকি তারা বাংলাদেশিদের সম্মান করে না। তারা কেবল একটি রাজনৈতিক দলের পাশে দাঁড়িয়েছে। রিজভী প্রশ্ন তোলেন, লোকেরা কেন তাদের পণ্য ব্যবহার করবে, যখন তারা তাদের ইচ্ছাকে সম্মান করে না এবং একটি দলের স্বার্থে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে উপেক্ষা করে। এদিকে, শনিবার (২৩রা মার্চ) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে দেশের বাজারকে অস্থিতিশীল করতে চায় বিএনপি। "দ্রব্যমূল্য বাড়ানোই বিএনপির উদ্দেশ্য;" বলেন হাছান মাহমুদ। শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জেলার উন্নয়ন সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশে অনেক পণ্যই ভারত থেকে আসে। হাজার হাজার কিলোমিটার সীমান্তে বৈধভাবে কিছু সীমান্ত বাণিজ্য হয়। "বিএনপির ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাকের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের বাজারকে অস্থিতিশীল করে তোলা ও দ্রব্যমূল্য বাড়ানো, যাতে জনগণের ভোগান্তি হয়;" তিনি আরো বলেন। বিএনপি নেতাদের প্রতি হাছান মাহমুদ বলেন, "আপনারা ভারত থেকে আসা পিয়াঁজ খাবেন, আপনাদের নেত্রী ভারত থেকে আসা শাড়ি পরিধান করবেন, ভারতে চিকিৎসা নিতে যাবেন, আবার ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দেবেন; এগুলো হিপোক্রেসি ছাড়া অন্য কিছু নয়।" "ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক যারা দিয়েছে, তাদের সঙ্গে শামিল হয়ে রিজভী সাহেব নিজের পরনের শাল জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তার শালটি ভারত থেকে কেনা, নাকি বঙ্গবাজার থেকে কেনা আমি জানি না;" বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বুধবার (২৭শে মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেছেন, অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিএনপি নেতাদের জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, "এদেশে গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নে বিএনপি প্রধান বাধা।" আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি নেতাদের উচিত অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। "কিন্তু তারা তা না করে বরাবরের মতো অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য দিচ্ছেন;" বলেন ওবায়দুল কাদের। গণতন্ত্রের প্রতি বিএনপির কোনো দায়বদ্ধতা নেই বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ এলিনা)

ফেরত যাবে মিয়ানমারের ১৮০ সেনা, ফিরবে ১৭০ বাংলাদেশি, জানালেন হাছান মাহমুদ

বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমারের ১৮০ জন সীমান্তরক্ষী ও সেনা সদস্যকে ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি মিয়ানমারে আটকে পড়া ১৭০ জন বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। মঙ্গলবার (৩রা এপ্রিল) দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। হাছান মাহমুদ জানান, মিয়ানমারের ১৭৭ জন বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) সদস্য ও পরে তিনজন সেনাসদস্য বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। "আমাদের সঙ্গে আলোচনায় মিয়ানমার সরকার তাদের ফেরত নিতে সম্মত হয়েছে। তারা নৌপথের প্রস্তাব দিয়েছিল; আমরা এ সপ্তাহেই তাদের ফেরত পাঠাব বলে আশা করছিলাম। সমুদ্র অনুকূলে না থাকায় আগামী সপ্তাহে বা সমুদ্র শান্ত হলে দ্রুত তাদের পাঠানো হবে;" বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি, মিয়ানমারে আটকে পড়া ১৭০ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো, সেই প্রস্তাবে তারা ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে বলে জানান ড. হাছান। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় গত ১৩রা মার্চ জেনেভায় অনুষ্ঠিত জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি) সভায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কেমন সাড়া মিলছে; এ প্রশ্নে হাছান মাহমুদ জানান, "সুইজারল্যান্ডে জেআরপি সভায় আমাদের পররাষ্ট্র সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব যোগ দিয়েছেন। আমাদের প্রস্তাবিত অর্থ ও সহযোগিতায় গত বছরের তুলনায় ভালো সাড়া মিলছে।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশে মুদ্রা নীতি সংস্কার জরুরি বলে উল্লেখ

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে এবং মুদ্রাস্ফীতি কমাতে, মুদ্রা নীতি সংস্কার জরুরি বলে উল্লেখ করেছে বিশ্বব্যাংক। মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট-এ বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারি থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালীভাবে ঘুরে দাঁড়ালেও, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, অর্থপ্রদানে ভারসাম্যের ঘাটতি, আর্থিক খাতের দুর্বলতা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে মহামারী-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ব্যাহত হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করতে এবং মুদ্রাস্ফীতি কমাতে, মুদ্রা নীতিতে জরুরি সংস্কার এবং একক বিনিময় হার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। বলা হয়, বৃহত্তর বিনিময় হারের নমনীয়তা, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ ও ভুটানে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদৌলায়ে সেক বলেন, "বাংলাদেশের শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনীতির মূলনীতি, অতীতের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করেছে।" "দ্রুত ও শক্তিশালী রাজস্ব ব্যবস্থা, আর্থিক খাত এবং আর্থিক সংস্কার বাংলাদেশকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং প্রবৃদ্ধি পুনরায় ত্বরান্বিত করতে, বিশেষ সহায়তা করতে পারে;" বলেন আবদৌলায়ে সেক। বিশ্বব্যাংক বলেছে, অবকাঠামো ও মানব মূলধনে বিনিয়োগকে সমর্থন করার জন্য সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর পদক্ষেপসহ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে হবে। আর, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে সহনশীলতা গড়ে তুলতে কাঠামোগত সংস্কার হবে এর মূল চাবিকাঠি। ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, একইসঙ্গে কঠোর তারল্যের শর্ত, ক্রমবর্ধমান সুদের হার, আমদানি বিধিনিষেধ এবং জ্বালানির দামের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন থেকে উদ্ভূত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে বাংলাদেশে। বিশ্বব্যাংক আরো বলেছে যে ২০২৪ সালে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি আরো ধীর হয়েছে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগে ব্যাপক মন্দার বিষয়টি প্রকাশ পায়। ব্যাংকিং খাতে নন-পারফর্মিং লোনের (এনপিএল) অনুপাত বেশি। তবে, শিথিল সংজ্ঞা ও প্রতিবেদনের মান, সহনশীলতা ব্যবস্থা বজায় থাকা ও দুর্বল নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের কারণে ব্যাংকিং খাতের চাপ কমছে। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট-এ আরো বলা হয়েছে, ২০২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ঘাটতি কমানো হয়েছে এবং চলতি অ্যাকাউন্টে উদ্বৃত্ত রয়েছে। প্রতিবেদনের সহযোগী অংশে 'জবস ফর রেজিলিয়েন্স' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী দুই বছর দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অঞ্চল হিসেবে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালে ৬ দশমিক শূন্য শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ৬ দশমিক ১ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবৃদ্ধি মূলত ভারত ও বাংলাদেশের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি। সেই সঙ্গে, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার পুনরুদ্ধার এর মধ্যে রয়েছে। তবে, এই দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি বিভ্রান্তিকর বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বেশিরভাগ দেশের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি এখনো প্রাক-মহামারী স্তরের নিচে রয়েছে এবং অর্থনীতি সরকারি ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল। ক্রমাগত কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলো টেকসই প্রবৃদ্ধিকে হ্রাস করার হুমকি দেয়; যা এই অঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু প্রভাবের প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতাকে বাধাপ্রাপ্ত করে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশেই বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি দ্রুত মন্থর হয়ে পড়েছে এবং দ্রুত বর্ধমান কর্মক্ষম জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এই অঞ্চলে যথেষ্ট কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রেইজার বলেন, "স্বল্প মেয়াদে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল থাকলেও, ভঙ্গুর রাজস্ব ব্যবস্থা ও ক্রমবর্ধমান জলবায়ু অভিঘাত হতাশা তৈরি করেছে।" তিনি আরো বলেন, প্রবৃদ্ধি

আরো সহনশীল করতে, দেশগুলোকে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার অংশ বিশ্বব্যাপী ২০০০ সাল থেকে হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিবেদন মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় ২০২৩ সালে কর্মসংস্থানের অনুপাত ছিল ৫৯ শতাংশ, যেখানে অন্যান্য উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির অঞ্চলে এই হার ৭০ শতাংশ। এটি একমাত্র অঞ্চল যেখানে গত দুই দশকে কর্মক্ষম পুরুষদের হার হ্রাস পেয়েছে এবং এই অঞ্চলে কর্মক্ষম বয়সের নারীদের কর্মসংস্থান সবচেয়ে কম অংশ রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান অর্থনীতিবিদ ফ্রান্সিসকা ওনসোর্গ বলেন, দক্ষিণ এশিয়া তার জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশকে পুরোপুরি পুঁজি করতে এই মুহূর্তে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই, তাদের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। "যদি এই অঞ্চলে অন্যান্য উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির মতো কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার একটি বৃহত্তর অংশ যোগ হয়, তবে এর ফলাফল ১৬ শতাংশের বেশি হতে পারে;" বলেন ফ্রান্সিসকা ওনসোর্গ।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সহায়তায় সুবিধাবঞ্চিত ১২শ' তরুণীর কর্মসংস্থান করেছে ব্র্যাক

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সহায়তায়, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ১ হাজার ২০০ তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে ব্র্যাক। সোমবার (১লা এপ্রিল) রাজধানী ঢাকার মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টারে 'ব্রিজ টু সাকসেস: অল্টারনেটিভ লার্নিং পাথওয়েজ প্রজেক্ট লার্নিং অ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করছে ব্র্যাকের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি (এসডিপি)। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে, 'ওস্তাদ-সাগরেদ' পদ্ধতিতে, ব্র্যাকের স্কিলস ট্রেইনিং ফর অ্যাডভান্সিং রিসোর্স (স্টার) মডেলের আওতায়, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া তরুণ ও তরুণীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ধারণা করা হয়, এটি কর্মস্থলে প্রচলিত প্রশিক্ষণ থেকে অনেক বেশি কার্যকর। স্টার মডেলের আওতায় 'অল্টারনেটিভ লার্নিং পাথওয়ে ফর স্কুল ড্রপআউট গার্লস ইন ক্লাইমেট ভালনারেবল রিজিওন অফ বাংলাদেশ' প্রকল্পের অধীনে, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছর মার্চ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকার তরুণীদের এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছে ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ডিরেক্টর অফ পাবলিক এনগেজমেন্ট শার্লিনা হুসাইন-মর্গান বলেন, "আপাতত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে; তবে এটা হলো মূলত শুরু। আমরা বাংলাদেশের বহু সংখ্যক নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতে চাই; যারা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।" ব্র্যাক এসডিপির সহযোগী পরিচালক তাসমিয়া তাবাসসুম রহমান অনুষ্ঠানে এসডিপি ওস্টার মডেলের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি জানান, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণীদের ৭১ ভাগের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। এদের মধ্যে ১১ শতাংশ তরুণী শারীরিক প্রতিবন্ধী। ব্র্যাকের এডুকেশন, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ও মাইগ্রেশনের পরিচালক সাফি রহমান খান বলেন, এই কর্মসূচির আওতায়, গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হচ্ছে; বিশেষ করে বাজার ব্যবস্থা নিয়ে। "এই বাজারকে কিভাবে আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক করা যায়, বিশেষ করে নারী ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।" এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন তরুণী অনুষ্ঠানে তাদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া স্টার কর্মসূচির আওতায়, এ পর্যন্ত ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে সংস্থাটি। যাদের প্রায় ৬৪ শতাংশ নারী ও ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী।ব্র্যাকের এই কর্মসূচির সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক তহবিল ইউনিসেফ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ এলিনা)

এনএইচকে

সিরিয়ায় ইরানের দূতাবাসে ইসরায়েলি হামলা নিয়ে আলোচনা করবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ

ইরান বিমান হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে। তবে ইসরায়েল এর সাথে জড়িত কি না তা জানায়নি। ইরানের রাষ্ট্র-পরিচালিত সংবাদ মাধ্যম সোমবার জানায় যে, ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের ইরানি দূতাবাসের একটি কনস্যুলার বিভাগ ধ্বংস করেছে। এই বিমান হামলায় একজন ঊর্ধ্বতন সামরিক কমান্ডার, তার ডেপুটি এবং অন্য ৫জন নিহত হন বলে জানা গেছে। এই ঊর্ধ্বতন সামরিক কমান্ডার ইরানের বাইরে বিশেষ অভিযানের দায়িত্বে থাকা একটি ইউনিট ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস কুদস ফোর্সের অন্তর্গত বলে জানা গেছে। গত ডিসেম্বর মাস থেকে সিরিয়ায় ইসরায়েলের কথিত উপর্যুপরি হামলায় রেভল্যুশনারি গার্ডের সদস্যরা নিহত হয়েছেন। তবে এই প্রথম একটি ইরানি কূটনৈতিক চত্বরে হামলা হল। খবরটি ইরান জুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের সূত্রপাত করে এবং নাগরিকরা বিভিন্ন চত্বরে সমবেত হয়ে ইসরায়েলি পতাকায় অগ্নিসংযোগ করেন।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

দ্বিতীয় পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের রূপপুরে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোসেটমকে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ রোসেটমের মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেভ গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই আহ্বান জানান। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিস রাইটার এম নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। শেখ হাসিনা রোসেটমকে বলেন, চলমান প্রকল্প শেষ হলে রূপপুরে আরেকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে বর্তমান সরকার। তিনি বলেন, নতুন দুটি ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কারিগরি জরিপ করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটের জ্বালানি বর্জ্য রাশিয়ায় ফেরত নেয়ার সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নেন। রোসেটমের মহাপরচালক প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটের উৎপাদিত পারমাণবিক জ্বালানি বর্জ্য রাশিয়ান ফেডারেশনকে ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে রাশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেন। (রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছে আদালত

বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় দেওয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছে আদালত। আজ (মঙ্গলবার) ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন এ অভিযোগপত্র আমলে নেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ড. ইউনূসের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন। গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা এই মামলায় গত ১ ফেব্রুয়ারি ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক। ড. ইউনূসের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, সরকারের নির্দেশে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর দুদককে চিঠি দেয়। যেটা তারা পারে না। আর ড. ইউনূস যখন এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন, তখন তড়িঘড়ি করে দুদক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দিয়েছে। এর মাধ্যমে ড. ইউনূসকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

মালয়েশিয়ার কাছে অসহায় বাংলাদেশ?

মালয়েশিয়ায় ৩,৬০৪ জন বাংলাদেশি সেকেন্ড হোম তৈরি করেছেন। ২০১৮ সালে বাংলাদেশিদের এই সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। মাত্র চার বছরে এই সংখ্যা বেড়েছে ২৪ গুণ। আর এই সেকেন্ড হোম করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মালয়েশিয়ার ব্যাংকে জমা রাখতে হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, তারা বৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে অর্থ নেননি। মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোমের মালিকদের মধ্যে বাংলাদেশিদের অবস্থান এখন চতুর্থ। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মালয়েশিয়ার দেয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের বৈধ-অবৈধ অর্থ সেখানে পাচার হচ্ছে। আবার কেউ কেউ তৃতীয় দেশে অর্থ পাচারের জন্য মালয়েশিয়াকে রুট হিসেবে ব্যবহার করছে।

মালয়েশিয়া আরো আগ্রাসীভাবে এই প্রক্রিয়া চালাতে এখন সেকেন্ড হোম করার শর্ত আরো সহজ করেছে। প্ল্যাটিনাম, গোল্ড ও সিলভার এই তিন ভাগে আবেদনকারীদের ভাগ করা হয়। প্ল্যাটিনাম স্তরের আওতায় অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই ৫০ লাখ রিঙ্গিত (১ রিঙ্গিত= ২৭ টাকা) , গোল্ড স্তরের ২০ লাখ এবং সিলভার স্তরের অংশগ্রহণকারীদের পাঁচ লাখ এর একটি স্থায়ী আমানত থাকতে হবে। এ ছাড়া নির্বাচিত সব স্তরের অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই বার্ষিক মোট ৬০ দিন মালয়েশিয়ায় বসবাসের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য অভিবাসন বিভাগের সঙ্গেও কাজ করবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। সব ফরম পূরণ করার পর নিরাপত্তা অনুসারে আবেদনকারী যোগ্য কি না, তা তিন কার্যদিবসের মধ্যেই যাচাই করা হবে। সংশোধিত শর্ত অনুযায়ী, আবেদনকারীরা ১০ বছরের আগে তাদের সম্পত্তি পুনরায় বিক্রি করতে পারবেন না এবং তাদের ভিসা প্রতি পাঁচ বছর পর পর নবায়ন করতে হবে। দেশটির সরকার আবেদনকারীদের সন্তানের জন্য পছন্দের স্কুল বেছে নেওয়ার সুবিধা দেবে।

গত ২৯ মার্চ মালয়েশিয়ার পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী টিয়ং কিং সিং এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দেশটিতে গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ৫৬ হাজার ৬৬ জন সক্রিয় সেকেন্ড হোম পাস হোল্ডার রয়েছেন। তালিকায় ২৪ হাজার ৭৬৫ জন পাসধারী নিয়ে শীর্ষে রয়েছে চীন। এরপরে যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়ার ৪,৯৪০ জন, জাপানের চার হাজার ৭৩৩ জন, বাংলাদেশের তিন হাজার ৬০৪ জন, যুক্তরাজ্যের দুই হাজার ২৩৪ জন, তাইওয়ানের এক হাজার ৬১১ জন, যুক্তরাষ্ট্রের এক হাজার ৩৪০ জন রয়েছেন। এছাড়া, সিঙ্গাপুরের রয়েছেন ১,২৮২ জন, ভারতের ১,২২৩ জন এবং অস্ট্রেলিয়ার ১,০৬৯ জন। মালয়েশিয়া 'মাই সেকেন্ড হোম' প্রোগ্রামে ২০১৮ সালে ৫,৬১০টি এবং ২০১৯ সালে ৩,৯২৯টি আবেদন অনুমোদন দেয়। প্রোগ্রামটি ২০২০ সালের আগস্টে সাময়িক বন্ধ ছিল। এরপর ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে প্রায়

১,৪৬৮টি আবেদন অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। 'সেকেন্ড হোম' ক্যাটাগরির নানা আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যে ২০২২ সালের অক্টোবরে মালয়েশিয়া সরকার নতুন করে মালয়েশিয়াজ প্রিমিয়ার ভিসা প্রোগ্রাম (পিভিআইপি) নামে প্রিমিয়াম ভিসা চালু করে। যেটি প্রায় সেকেন্ড হোম ক্যাটাগরির। পিভিআইপি প্রোগ্রামে আবেদন করেছেন মোট ৪৭ জন বিদেশি ধনী বিনিয়োগকারী, যাদের মধ্যেও একজন বাংলাদেশি আছেন।

বাংলাদেশে অভিবাসন নিয়ে কাজ করা অভিবাসন বিষয়ক বিশ্লেষক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, "যারা সেকেন্ড হোম করেন তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মালয়েশিয়ার ব্যাংকে জমা রাখার পর বাড়ি ও গাড়ি কেনেন। তারা সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও খোলেন। এসব কাজের জন্য তারা যে অর্থ মালয়েশিয়ায় নেন তা বৈধভাবে নেয়ার সুযোগ নেই। পুরো অর্থই তারা অবৈধ পথে নেন।" তার কথা, "কেউ তাদের স্ত্রী সন্তানদের ওই দেশে রাখেন। তারা স্থায়ীভাবে ওই দেশে থাকেন। আর একটি অংশ আছে নির্দিষ্ট সময়ের পর তারা ওই দেশে তাদের সম্পদ বিক্রি করে দিয়ে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠান। তারা বাংলাদেশের অবৈধ অর্থ মালয়েশিয়ায় নিয়ে বৈধ করেন। তার পর সেই অর্থ অন্য দেশে পাঠান। আর এই প্রক্রিয়া তারা অব্যাহত রাখেন। মালয়েশিয়াকে তারা অর্থ পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহার করেন।" তিনি বলেন, "মালয়েশিয়ার সরকার সেকেন্ড হোমধারীদের সংখ্যা প্রকাশ করলেও তাদের নাম ঠিকানা ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট প্রকাশ করে না। কারণ তারা এটাকে বিদেশি অর্থ দেশে নেয়ার একটি কৌশল হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে।"

বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশের সেকেন্ড হোমধারীরা যদি গড়ে ১০ হাজার কোটি টাকাও পাচার করে থাকেন তাহলে তার মোট পরিমাণ ৩৭ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে এর পরিমাণ আরো বহু গুণ বেশি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোমের নামে বাংলাদেশ থেকে দুই ভাবে অর্থ পাচার হচ্ছে। প্রথম আমদানি রপ্তানির নামে ওভার এবং আন্ডার ইনভয়েসের মাধ্যমে অর্থ পাচার হচ্ছে। আর সরাসরি হুন্ডির মাধ্যমেও অর্থ পাচার হচ্ছে। আর এই অর্থের বড় একটি অংশ অবৈধ আয়। ঘুস, দুর্নীতি, প্রতারণা ও মাদক ব্যবসাসহ অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে এই অর্থ আয় হচ্ছে।" তার কথা, "বাংলাদেশ থেকে একজন নাগরিক বছরে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ডলার বিদেশে নিতে পারেন। এর বাইরে কোনো সুযোগ নেই। আর বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার বিদেশে বিনিয়োগের কিছু অনুমোদন দেয়। মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোমের নামে পুরো টাকাই অবৈধভাবে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ডেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), সিআইডি, দুদক আন্তরিক হলে এই পাচারকারী কারা তাদের চিহ্নিত করে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে। বাংলাদেশের মতো মালয়েশিয়া দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ। আন্তর্জাতিক পাচারবিরোধী জোট আছে (এগমন্ট গ্রুপ), মিউচুয়্যাল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স আইন আছে। এগুলো সরকারের সংস্থাগুলো ব্যবহার করলে মালয়েশিয়ায় অর্থ পাচারকারীদের নাম প্রকাশে বাধ্য হবে।"

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক বলেন, "মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোমের জন্য সেখানে অর্থ পাঠানোর কোনো অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংক দেয়নি। বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে ওই অর্থ যায়নি। ওই অর্থ সেখানে কীভাবে গেল সেটা বিএফআইইউ এবং এনবিআর তদন্ত করে দেখতে পারে।"

এদিকে, দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম বলেন, সেকেন্ড হোমের নামে মালয়েশিয়ায় যে অর্থ পাচার হয়েছে সেটা নিয়ে দুদকের সরাসরি কাজ করার কোনো সুযোগ নাই। যদি বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো সংস্থা আমাদের তালিকা দেয়, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেয় তাহলে দুদক কাজ শুরু করতে পারে।

বাংলাদেশের কারা মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম গড়েছে তা জানতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করেছিল কয়েক বছর আগে। কিন্তু তাতে কোনো ফল আসেনি। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা মালয়েশিয়ার কাছে একটি তালিকা চেয়েছিলাম কিন্তু তারা দেয়নি। পরে বিভিন্ন ফোরামে আমরা যখন মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদের কাছে আবারো বিষয়টি তুলে ধরি তখন তারা বলে, এটা মালয়েশিয়া সরকারের একটি প্রণোদনা প্যাকেজ। আমরা (বিএফআইইউ) যদি তাদের প্রমাণ দিতে পারি যে কারা মানি লন্ডারিং করেছে বা কাদের বিরুদ্ধে এ সংক্রান্ত মামলা আছে তাহলে তাদের তথ্য তারা (মালয়েশিয়া) দেবে। কিন্তু তারা তালিকা দিলেই তো আমরা সেটা চেক করতে পারতাম। তারা দিচ্ছে না। তারা অ্যাভয়েড করছে। তালিকা দেবে না। তারা ইচ্ছে করে এটা করছে।" আন্তর্জাতিক আইনের সহায়তা নেয়া যায় কী না তালিকা পেতে-এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন," ওইসব আইনে কোনো দেশকে বাধ্য করা কঠিন। কোনো বাইন্ডিংস নেই।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ নারগীস)

রেডিও টুডে

ছাত্র রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আরজি জানালেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা

ছাত্র রাজনীতি মুক্ত ক্যাম্পাস চেয়ে এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আরজি জানালেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। তারা বলেছেন ছাত্র রাজনীতিবিহীন বুয়েটের পরিবেশ ছিল সর্বোচ্চ নিরাপদ ও শিক্ষাবান্ধব। মৌলবাদী শক্তিকেও রুখে দিতে

তারা ঐক্যবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের সবিনয় অনুরোধ প্রয়োজনে আইন সংস্কার করে হলেও যেন বুয়েটকে ছাত্র রাজনীতির বাইরে রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী যেন তাদের পাশে থাকেন। বুয়েটের ডক্টর এম এ রশিদ প্রশাসনিক ভবনের সামনে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি খোলা চিঠি পড়ে শোনানো হয়। সেই চিঠিতে শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের আরজি তুলে ধরেন। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

সাতক্ষীরা মেডিকেলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ

সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে আদিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় হল ত্যাগের নির্দেশের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম অনিদির্ষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের হল সুপার ও তথ্য কর্মকর্তা অধ্যাপক নাসির উদ্দিন গাজী গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নাসির উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এটি সংঘর্ষের পর্যায়ে চলে যেতে পারে, এতে কলেজের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই আশঙ্কায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। (রেডিও টুডে' ২১৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

সাভারের হেমায়েতপুরে তেলের লরি উল্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন

সাভারে তেলের লরি উল্টে ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুইজনে। হাসপাতালে ভর্তি আট জনের মধ্যে আরও চারজন রয়েছেন আশঙ্কাজনক অবস্থায়। মঙ্গলবার ভোর পৌনে ছয়টার দিকে সাভারের হেমায়েতপুরের জোড়পুল এলাকায় একটি তেলের লড়ি উল্টে ৫টি গাড়িতে আগুন ধরে হাতাহাতের এই ঘটনা ঘটেছে। আগুনে মহাসড়কের উপরেই পড়ে নিহত হন এক ট্রাক শ্রমিক। পরে দগ্ধ অবস্থায় আট জনকে উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে আনা হয়।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে ৩০ শে জুন থেকে

চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ৩০ জুন থেকে। মঙ্গলবার পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেছে শিক্ষা বোর্ড গুলো। লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে ১১ই আগস্ট আর ব্যবহারিক পরীক্ষা ১২ই আগস্ট থেকে ২১শে আগস্টের মধ্যে শেষ করতে হবে। আন্ত শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর আবুল বাশার স্বাক্ষরিত রুটিনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। রুটিন অনুযায়ী প্রথম দিন বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল দশটায় শুরু হয়ে পরীক্ষা চলবে দুপুর একটা পর্যন্ত। জানা গেছে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশকে আরেকটি কাশ্মীর হতে দেব না : রিজভী

বাংলাদেশকে আর একটি কাশ্মীর হতে দেবেন না বলে জানিয়েছেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। মঙ্গলবার নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ইদ উপহার বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন ভারত বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, প্রভু হতে চায়। তার অভিযোগ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করছে ভারত। এ সময় রিজভী অভিযোগ করেন দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। রাস্তাঘাটে বাড়ছে ভিক্ষুকের সংখ্যা। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা দিন দিন বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হচ্ছে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশ-ভারতের বাণিজ্য রাজনীতির বাইরে রাখার অনুরোধ করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

ভারত থেকে আসা পেঁয়াজ ৪০ টাকা কেজি ধরে বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি। রাজধানীর ১০০ স্থান সহ গাজীপুর ও চট্টগ্রাম সিটির খোলা বাজার থেকে টিসিবির কার্ডধারী পরিবারের পাশাপাশি সাধারণ ভোক্তারা এই পেঁয়াজ দুই কেজি করে কিনতে পারবেন। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনের সামনে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এই পেঁয়াজ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করার মাধ্যমে বাজারে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করার কথা জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের বিষয়গুলো যেন রাজনীতির বাইরে থাকে জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন ভারতের সাথে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য রাজনীতির উর্ধ্বে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.৭ শতাংশ হতে পারে : বিশ্ব ব্যাংক

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ ৫.৭শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা অফিস আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর

আব্দুল্লাহ শেখ এ কথা জানান। তিনি বলেন বাংলাদেশের উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। আগামী দিনে উচ্চমূল্য স্ফীতির ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। বিশ্ব ব্যাংক আরও বলছে মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে পারলে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক সম্ভব করা সম্ভব হলে বাংলা দেশের অর্থনীতি ইতিবাচক হবে। এজন্য প্রয়োজন সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

ঈদে ফিরতি যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ

ঈদুল ফিতর শেষে ফিরতি যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। আগামীকাল বুধবার সকাল আটটা থেকে রেলওয়ের ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দেওয়া কার্ বিবরণী থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। আগের ঈদ গুলোতে ৫ দিনের টিকিট বিক্রি করলেও এবারই প্রথম সাত দিনের টিকিট শতভাগ অনলাইনে বিক্রি করবে রেলওয়ে। আন্তঃনগর ট্রেনের ১৩ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি করা হবে ৩ এপ্রিল, ১৪ এপ্রিলের বিক্রি করা হবে ৪ এপ্রিলে।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

মানিলন্ডারিং মামলায় ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আমলে নিলেন আদালত

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মো. ইউনুস সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে দেওয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত। ঢাকা মহানগর জ্যৈষ্ঠ বিশেষ জজ মো. আস শামস জগলুল হোসেন আজ মঙ্গলবার এই অভিযোগ পত্র আমলে নেন। ড. ইউনুসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন মামলাটি বিচারের জন্য বিশেষ জল আদালত-৪ এ বদলি করা হয়েছে। আগামী ২মে অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য তারিখ ঠিক করেছেন আদালত।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

এখনই বুয়েটে ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হবে না : সাদ্দাম

এখনই বুয়েটে ছাত্রলীগ কমিটি ঘোষণা করবে না বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন। তিনি বলেন বুয়েটের সবার সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, কোন তাড়াহুড়ো নেই। মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বুয়েট পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সংবাদ সামনে এসব কথা বলেন সাদ্দাম। তিনি বলেন শিক্ষার্থীদের আস্থা নিয়েই বুয়েটে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। কেন্দ্র থেকে চাপিয়ে দেওয়া রাজনীতি বুয়েটে পরিচালিত হবে না। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে আজ পালিত হচ্ছে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আজ মঙ্গলবার ১৭ তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হচ্ছে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সচেতনতার স্বীকৃতি মূল্যায়ন শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা। অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্কদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেতনতার সহায়তার প্রয়োজনীয়তা কে তুলে ধরতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ২ এপ্রিলকে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হচ্ছে।(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

ঢাকাসহ চার বিভাগের চলমান মৃদু তাপ প্রবাহ চলবে আরও অন্তত এক সপ্তাহ: আবহাওয়া অফিস

আবহাওয়া অফিস বলছে ঢাকা সহ চার বিভাগে চলছে মৃদু থেকে মাঝারি তাপ প্রবাহ। এমন অবস্থা থাকবে আরো অন্তত সপ্তাহখানেক। এরপর তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম সিলেট ও ময়মনসিংহে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এই তিন বিভাগে হতে পারে শিলা বৃষ্টিও।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

আসন্ন উপজেলা নির্বাচনের সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা হস্তক্ষেপ করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা : কাদের

আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে সরকারের মন্ত্রী ও এমপিরা কোনো ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত প্রশাসন ও শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতারা কর্মীরা অংশগ্রহণ করলেও দলীয় প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্থ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জনগণের মতামতের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটবে এবং ভোটাররা নির্বিঘ্নে নিজেদের ভোট দিতে পারবেন। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

দেশে কোথাও আইনের শাসন নেই : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

আজ মঙ্গলবার দুপুর একটার দিকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস আদালতে হাজির হন। আদালত অভিযোগপত্র আমলে নেওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন এখনো তো বিচার শুরু হয়নি। এ সময় তিনি বলেন দুনিয়াতে পুঁজিবাদের কথা হয়েছে, কমিউনিজমের কথা হয়েছে, এখনো হচ্ছে আমরা তো ঐরকম কোন মতবাদ প্রকাশ করছি না। মানুষ যেভাবে বাঁচতে চায় যেভাবে থাকতে চায় সেভাবে থাকতে পারছে না। আইনের শাসন বলে যে জিনিসটা আছে সেটা আমরা পাচ্ছি না। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ.   ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

ঢাকা যেন এখন ভিক্ষুকের নগরী : রিজভী

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রসঙ্গে বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন চারদিকে বেদনার্ত মানুষের আহাজারি আর কান্না। মঙ্গলবার দুপুরে নয়া পল্টনে গরীব দুঃখীদের মধ্যে ঈদবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির এই নেতা বলেন ডানে বামে সামনে যেদিকেই তাকাই শুধু বেদনার্ত মানুষের আহাজারি আর কান্না আমরা দেখতে পাই। রাস্তাঘাটে ঘাটে ভিক্ষুকের ঢল নেমেছে। এর মধ্যে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা যেন ভিক্ষুকের নগরী। ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে উল্লেখ করে রিজভী বলেন ব্যাংকের তারল্য নেই। কোন রকমের ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

দেশের মানুষের মধ্যে কোনো হাহাকার নেই : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, রুহুল কবির রিজভী সাহেবের বক্তব্য শুনলে মনে হচ্ছে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। তাকে চিকিৎসা করানো দরকার। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী জানান, দেশের মানুষের মধ্যে কোনো হাহাকার নেই। বিএনপির সময় বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেগুলো ঢাকতে তারা আবোল-তাবোল বলছেন। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ.   ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশে উচ্চমূল্য স্ফীতি অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ : বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশে ব্যাংক একীভূতকরণের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকা দরকার। সম্পদের মান ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক একীভূত করা উচিত বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রা নীতি রাশ টেনে ধরা দরকার বলেও অভিমত সংস্থাটির। মঙ্গলবার বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসে প্রকাশিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুল্লাহ শেখ বলেন বাংলাদেশে উচ্চমূল্যে স্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। আগামী দিনেও উচ্চমূল্য স্ফীতির ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ ৫.৭ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ.   ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

ঈদ উৎসবকে ঘিরে দেশে কোনো হুমকি নেই : ডিএমপি কমিশনার

ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন ঈদের উৎসব ঘিরে কোনো হুমকি নেই। ঈদের ছুটিতে ফাঁকা ঢাকায় ২৪ ঘণ্টা বিশেষ নিরাপত্তা নেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সে ঈদের বাজার পরিদর্শন শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি কথা বলেন।(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি খুব শীঘ্রই শুরু হবে : ছাত্রলীগ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে হাইকোর্টের আদেশের পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি আবার শুরু হবে। তবে এই ছাত্র রাজনীতি অবশ্যই ক্লাশ পরীক্ষা বন্ধ, সেশন জট রেগিং, বুলিং, দখল বাণিজ্য ও হত্যা সন্ত্রাসের রাজনীতি নয়। এই রাজনীতি হবে আধুনিক, যুগোপযোগী বৈচিত্র্যময়, সৃষ্টিশীল জ্ঞান, যুক্তিও তথ্য নির্ভর। মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এসব কথা বলা হয়। লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন। তিনি বলেন বাংলাদেশ সংবিধান ও বুয়েটের আইন কোনোটিই ছাত্র রাজনীতির বন্ধের সিদ্ধান্তকে বৈধতা দেয় না। শিক্ষার্থীদের আস্থা নিয়েই বুয়েটে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

ব্যবসায়ীরা পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যাল ব্যবসা শ্যামপুর না সরালে ঈদের পর চিরুনি অভিযান: তাপস

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেছেন, কেমিক্যাল ব্যবসায়ীরা অবিলম্বে তাদের ব্যবসা পুরান ঢাকা থেকে শ্যামপুর স্থানান্তর না করলে ঈদের পর ডিএনসিসি চিরুনি অভিযান শুরু করবে। রাজধানীর শ্যামপুর এলাকায় ডিএনসিসি ইতোমধ্যেই তাদের জমি দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন আমরা আর পুরান ঢাকায় দাহ্য কেমিক্যাল ব্যবসা করতে দেব না। মঙ্গলবার ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি কথা বলেন। ঢাকা দক্ষিণের মেয়র বলেন পুরান ঢাকায় ১৯২৪ জন কেমিক্যাল ব্যবসায়ী ব্যবসা করছেন যা এলাকাবাসীর জীবনের জন্য হুমকি। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০২.০৪.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি বুয়েট শিক্ষার্থীদের

রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি দিয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল সন্ধ্যায় বুয়েটের ড. এম এ রশীদ প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রেস ব্রিফিং থেকে এই চিঠি পাঠ করেন শিক্ষার্থীরা। চিঠিতে শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'আমরা করোনার সেই বিপদের সময়ে বানিয়েছি লো কস্ট ভ্যান্টিলেটর, ক্লিন সিটির আশায় পরিত্যক্ত মাস্ক থেকে বানিয়েছি কংক্রিট, খুঁজছি বিদ্যুত উৎপাদনের সহজ উপায়, বানাচ্ছি আর্টিফিসিয়াল আর্মস, মাত্রিক্যাল টুলস। পদ্মা সেতু নির্মাণে আমাদের বুয়েট শিক্ষক এবং সাবেক শিক্ষার্থীদের অবদান অনবদ্য। শুধু দেশেই না, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাল্লা দিয়ে আমরা ছিনিয়ে আনছি বিজয়। আপনি নিঃশর্তভাবে আমাদের অর্থ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন এসব গবেষণা খাতে।' প্রধানমন্ত্রীকে অভিভাবক সম্বোধন করে তারা বলেন, 'আমরা নিজেদের মেধা ও শ্রমের সবটুকু দিয়ে বিজ্ঞানের অবাক করা দুনিয়ার একটা অংশের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে দেখতে চাই। আমরা ত্রাসের রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝি না, আমরা শুধু দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে জানি। নিজেদের কাজ দিয়ে তা আমরা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। আপনি আমাদের সবার অভিভাবক, আপনি দেশের অভিভাবক। আমরা জানি দেশের কোথাও কোনো দুঃখজনক পরিস্থিতি চললে, দেশের কোথাও সংকট চললে, আপনার হৃদয়ে গভীর রক্তক্ষরণ হয়। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, আশির দশকে স্বৈরাচার পতন আন্দোলনে এই দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।' বুয়েট শিক্ষার্থীরা আরো বলেন, 'বিগত বছরগুলোতে আমরা বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির নামে ক্ষমতার নেতিবাচক দিকগুলোই প্রত্যক্ষ করেছি। ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সূচনা ঘটছে আধিপত্য, দাপট, র‍্যাগিং, শিক্ষকদের অপমান, চাঁদাবাজি, শিক্ষার্থী নিপীড়ন, খুনোখুনিতে মেতে ওঠার মত ঘটনা। এ ব্যাধি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে এর চরম মূল্য হিসেবে আমরা আমাদের কেমিকৌশল ৯৯ এর সাবেকুন্নাহার মনি, যন্ত্রকৌশল ০৯ এর আরিফ রায়হান দ্বীপ এবং সর্বশেষ তড়িৎকৌশল ১৭ এর আবরার ফাহাদকে হারিয়েছি। শুধুমাত্র আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ডই নয়, এর পূর্ববর্তীতেও অসংখ্য শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের দ্বারা কিংবা ছাত্র রাজনৈতিক দাপটের দ্বারা অমানুষিকভাবে নিপীড়িত হওয়ার ঘটনা রয়েছে, যা আমাদের বুয়েটের র‍্যাগিং স্টোরি আর্কাইভে সারি সারি আকারে লিপিবদ্ধ আছে।' খোলা চিঠিতে শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আরো লেখেন, 'বুয়েটের শিক্ষার্থীরা বরাবরই একটি নিরাপদ এবং সুপ্ত ক্যাম্পাস চেয়ে এসেছে। যেখানে ক্ষমতাচর্চার লোভ লালসার শিকলে আবারো জিম্মি হয়ে যাবে না সবার নিরাপত্তা, শিক্ষাঙ্গনের উপযুক্ত পরিবেশ। সুপ্ত নেতৃত্ব এবং নৈতিকতা বিকাশের সব উপাদান ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির উপস্থিতি ছাড়াও গত কয়েক বছরে উপস্থিত ছিল এবং এতে সুস্থ নেতৃত্বের চর্চার শিক্ষার্থীরা তাদের উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের বাৎসরিক ফেস্টিভ্যাল আয়োজন, প্রতিটি ডিপার্টেমেন্টের নিজস্ব সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং একাডেমিক অর্গানাইজেশন, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ, বিভিন্ন ক্লাবের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে। আবাসিক হল এবং ক্যাম্পাসে কোনো প্রকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা চর্চা ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সভা-সেমিনার আয়োজন, জাতীয় সহশিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসহ ক্যাম্পাসের ভেতরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফলভাবেই আয়োজিত হয়েছে।' শিক্ষার্থীরা বলেন, 'বর্তমান বুয়েটে শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ থাকায় নিজ নিজ প্রকৌশল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণামুখী কাজে মনোনিবেশ করতে অনুপ্রাণিত হওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একটি রাজনীতিবিহীন নিরাপদ ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য দেশব্যাপী জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়েছে। রাজনীতিমুক্ত বুয়েট ক্যাম্পাসে গত ৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে এসব সফলতা আমাদের জানান দেয়, আমরা আমাদের বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি ছাড়াও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্ব গঠন এবং বিকাশ প্রয়োজন, তা করতে পারি। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে আমরা নিরন্তর কাজ করে যেতে পারি।' তারা বলেন, 'আমরা বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের ব্যাপারে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তাই দেশের যে কোনো স্থানের ন্যায় আমাদের ক্যাম্পাসকে আমরা অবশ্যই যেকোনো প্রকারের সন্ত্রাস, মৌলবাদ বা নিষিদ্ধ গোষ্ঠী থেকে নিরাপদ রাখতে সর্বদা তৎপর। সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মহল থেকেই বলা হচ্ছে যে, ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ মৌলবাদী বা সন্ত্রাসী সংগঠনের কার্যক্রম বিদ্যমান এবং এর ফলশ্রুতিতেই তারা বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির চর্চার পক্ষে যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আপনাকে নির্দ্বিধায় বলতে চাই, আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা যদি যেকোনো মুহূর্তে এসব নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর যে কোনো কার্যকলাপ ক্যাম্পাসে চলমান দেখি, শিগগীরি তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবো এবং প্রশাসনকে অবহিত করবো। এমনকি ভবিষ্যতে যদি ক্যাম্পাসে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে সেটার বিরুদ্ধেও আমাদের অবস্থান দৃঢ়।' শিক্ষার্থীরা আরো বলেন, 'চার বছর আগে আপনার দৃঢ় এবং দ্রুত হস্তক্ষেপে আমরা নতুন করে এই ক্যাম্পাসে বাঁচতে শিখেছি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই ছোট্ট একটা

চাওয়ার কারণে আমরা প্রতিনিয়ত পাচ্ছি হুমকি, হচ্ছি লাঞ্ছিত, অপদস্ত। আমরা ও আমাদের ছোট ভাই-বোনেরা আরো একবার সেই অন্ধকার দিনগুলোর সাক্ষী হতে চাই না। আমাদের উপাচার্য এবং শিক্ষকদের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা জানি তারা তাদের সন্তানের সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় সর্বদা সচেষ্ট আছেন এবং থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে সবিনয়ে অনুরোধ, আপনি আমাদের পাশে দাঁড়ান। আপনি সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে থেকেছেন, আমরা জানি এই দুর্দিনে আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।' সবশেষে শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রয়োজনে আইন সংস্কার করে হলেও বুয়েটকে ছাত্র রাজনীতির বাইরে রাখা ও শিক্ষার্থীদের গবেষণার পথচলা নির্বিঘ্ন রাখার অনুরোধ জানান।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

জোরালো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বাংলাদেশে বাড়ছে বিদেশি দূতাবাস

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নানান সংকট ও প্রতিকূলতা পার করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। একই সঙ্গে জোরালো হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ৮১টি দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে রয়েছে ৫১টি বিদেশি দূতাবাস, যা সামনের দিকে আরো বাড়ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশে দূতাবাস স্থাপনের বিষয়টির অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এসব দূতাবাস চালু হলে সেই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো জোরালো হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দ্বিপাক্ষিক নানান ইস্যুতে একসঙ্গে কাজের সুযোগ তৈরি হবে। বাংলাদেশ সরকার ৮১টি দূতাবাসের মাধ্যমে অন্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছে। প্রাথমিকভাবে দূতাবাসগুলো ভাড়া করা ভবনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করলেও পরবর্তীতে ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে ৩২টি মিশনের জন্য জমি থাকা সাপেক্ষে নিজস্ব ভবন নির্মাণ অথবা জমিসহ তৈরি ভবন ক্রয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৪টি দেশে মোট ১৭টি দূতাবাসের নিজস্ব ভবন রয়েছে। এরমধ্যে এশিয়ায় পাঁচ দেশে ছয়টি, ইউরোপে সাত দেশে সাতটি, আফ্রিকায় একটি, উত্তর আমেরিকায় তিনটি নিজস্ব মিশন রয়েছে। এছাড়া নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মিশরে বাংলাদেশের মালিকানাধীন জমি রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাকিস্তান, ভুটান, ব্রুনাই, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও সৌদি আরবে চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প চলমান। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫১টি বিদেশি দূতাবাস রয়েছে। সেগুলো হলো- আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভুটান, ব্রাজিল, ব্রুনাই, কানাডা, চীন, ডেনমার্ক, মিশর, ফ্রান্স, জার্মানি, ভ্যাটিকান সিটি, হাঙ্গেরি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মরক্কো, মিয়ানমার, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, কাতার, রাশিয়া, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, স্পেন, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, কসোভো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন,ইইউ।সর্বশেষ গত বছরের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ৪৫ বছর পর আবারো চালু হয়েছে আর্জেন্টিনার দূতাবাস। এ দূতাবাস চালুর মধ্যদিয়ে দুই দেশই অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। এর আগে আর্জেন্টিনার সামরিক সরকার ১৯৭৮ সালে ঢাকার দূতাবাস বন্ধ করে দেয়। এর পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির কূটনৈতিক কার্যক্রম ও ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম ভারতের দূতাবাস থেকে পরিচালিত হতে থাকে। জানা গেছে, বাংলাদেশে স্থায়ী দূতাবাস না থাকলেও অনারারি কনস্যুলেটের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে কয়েকটি দেশ। সম্প্রতি আয়ারল্যান্ড অনারারি কনস্যুলেট সেবা উদ্‌বোধন করেছে। অনারারি কনস্যুলেটের মাধ্যমে ঢাকায় ভিসা আবেদন জমাদান চালু করে সহজীকরণের অনুরোধ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বাক্ষরিত চুক্তি দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় হতে পারে। দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় চুক্তি, প্রটোকল এবং সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের প্রক্রিয়া ভিন্ন হয়। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো দেশ অন্য দেশকে চুক্তি সইয়ের ইচ্ছা প্রকাশের পর খসড়া চুক্তি মতামতের জন্য পাঠাতে পারে। নিয়মানুসারে বাংলাদেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চুক্তির প্রস্তাব আদান-প্রদান হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলো মিশনগুলোর মাধ্যমে স্বাগতিক দেশ অথবা তার আওতাভুক্ত রাষ্ট্রে পাঠায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, উভয় দেশ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি পর্যালোচনার সময় ও স্থান নির্ধারণ করে অথবা খসড়া পাঠানো রাষ্ট্রকে অপরপক্ষ প্রাপ্ত চুক্তির ওপর লিখিত মতামত ও পর্যবেক্ষণ পাঠায়। এবং এসব কার্যক্রমে বড় ভূমিকা থাকে উভয় দেশের দূতাবাসের। বহুপক্ষীয় চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্য মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা আলোচনায় অংশ নেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির আলোকে, সরকারের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং রাজনৈতিক দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ এ ধরনের চুক্তিতে সই করে। অনেক দেশের সংশ্লিষ্টতা থাকায় এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল প্রক্রিয়া। সর্বসম্মতিক্রমে চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া আন্তর্জাতিক ফোরামে গৃহীত হলে চুক্তিটি সইয়ের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ড. মোঃ নজরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, 'বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ৮১টির মতো দূতাবাস রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশেও বিদেশি দূতাবাসের সংখ্যা ৫১টি। নতুন করে বাংলাদেশে

বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের বিষয়টি অনগোয়িং প্রসেস। যেগুলো হচ্ছে সেগুলো তো দৃশ্যমান হচ্ছে। এছাড়া যেগুলো পরে খুলবে সেগুলো তখন দেখা যাবে। অনেক দেশেরই অনারারি কনস্যুলেট আছে। যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আছে তারা সেটির ভিত্তিতে বাংলাদেশে দূতাবাস খুলছে। অর্থনৈতিক অবস্থা ও পলিসির ওপর ভিত্তি করে তারা দূতাবাস করে কিংবা অনারারি কনস্যুলেট করে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেহেতু আগের তুলনায় ভালো, সামনের দিকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরালো হবে সেটি বলাই যায়। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির চেয়েও বড় কথা এনগেজমেন্ট। আমাদের সঙ্গে অন্য অনেক দেশের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা উচ্চপর্যায়ের যাতায়াত আছে। যেমন আগামী মাসে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সম্ভবত প্রথমবারের মতো আসছেন। ব্রাজিলের সঙ্গে কাজও হচ্ছে আমাদের। এ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরালো হচ্ছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ঈদের ছুটিতেও সচল থাকবে চট্টগ্রাম বন্দর-কাস্টমস

আগামী সপ্তাহে লম্বা ছুটির ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে দেশ। শবে কদর, ঈদুল ফিতর এবং বাংলা নববর্ষের ছুটির সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে সেটি হবে আটদিনের। তবে এ ছুটিতেও দেশের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম সচল রাখতে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমসের কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল জাগো নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমস হাউজের কর্মকর্তারা। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১০ বা ১১ই এপ্রিল দেশে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উদযাপন হবে। সরকার রমজান মাস ৩০ দিন ও ঈদুল ফিতর ১১ই এপ্রিল ধরে আগামী ১০, ১১ ও ১২ এপ্রিল ঈদের ছুটি নির্ধারণ করেছে। ঈদের ছুটির পর ১৩ই এপ্রিল শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং ১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষের ছুটি। এছাড়া ঈদের আগে ৭ই এপ্রিল শবে কদরের ছুটি। তার আগের দুইদিন ৫ ও ৬ই এপ্রিল সাপ্তাহিক ছুটি। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মোঃ ওমর ফারুক জাগো নিউজকে বলেন, ‘ঈদুল ফিতরের ছুটিকালীন চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম পুরোপুরি চালু থাকবে। শুধু ঈদের দিন সকালের শিফটে আট ঘণ্টা কনটেইনার হ্যান্ডলিং ডেলিভারি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই এসময় কাজের কোনো চাপ থাকে না। তাই আশা করছি ওইটুকু সময়ে কোনো সমস্যা হবে না।’ তিনি বলেন, ‘এরই মধ্যে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা আমাদের কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। যে কেউ চাইলে ঈদের দিন বিকেলেও পণ্য ডেলিভারি নিতে পারবেন। এছাড়া ঈদের দিন সকালেও জেটিতে জাহাজীকরণ কার্যক্রম চালু থাকবে। ঈদের ছুটিতে যাতে কনটেইনার ডেলিভারি স্বাভাবিক থাকে সে লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের চিঠি দেওয়া হয়েছে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখার জন্য।’
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় পৌঁছান তিনি। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন খালেদা জিয়া। গত ৩০শে মার্চ দিনগত রাত ২টা ৫৪ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা জিয়া। এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে রেখে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

রেলওয়ে লোকসানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলতে পারে না : রেলমন্ত্রী

রেলওয়ে লোকসানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন রেলমন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম। তিনি বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে, মনোযোগ সহকারে কাজ করলে রেলে লোকসান হবে না।' মন্ত্রী বলেন, 'জাপান ও ইউরোপের দেশগুলোতে এমনকি ভারতেও রেল এখন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তারা পারলে আমরা কেন পারবো না?' মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল রেলভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ে বাস্তবায়নাধীন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এসব কথা বলেন মন্ত্রী। জিল্লুল হাকিম বলেন, 'সংগত কারণ ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন দেরি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। কারণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন ধীরগতির কারণে রেলকে কোটি কোটি টাকা খেসারত দিতে হয়।' তিনি বলেন, 'প্রকল্প গ্রহণের পর কাজ শুরু করতে মাসের পর মাস সময় লাগলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে খেসারত দিতে হয়। সংগত কারণ ছাড়া খেসারত দেওয়া যাবে না এবং সেটা মেনে নেওয়া যাবে না।' রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজের মনে করে রেলের উন্নয়নের জন্য কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কাজ করার দরকার তাই কাজ করছি, এই মনে করে কাজ করলে রেল কখনোই লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে না। রেলকে নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে কাজ করতে হবে।' এর আগে মন্ত্রীর সঙ্গে

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক,এডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাতিমা ইয়াসমিন সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে এবিবির অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন তারা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

নববর্ষ উদযাপনে ডিসিরা ৫০, ইউএনওরা পাচ্ছেন ৩০ হাজার টাকা

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদযাপনের ব্যয় নির্বাহে ৬৪টি জেলার প্রতিটির জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং ৪৩৪টি উপজেলার অনুকূলে ৩০ হাজার টাকা হারে সর্বমোট ১ কোটি ৬২ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। সব জেলা প্রশাসক, ডিসি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউএনও নির্ধারিত নিয়ম মেনে এ টাকা নেবেন। সম্প্রতি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দের চিঠিতে জানানো হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠান/উৎসবাদি খাতে বরাদ্দ করা অর্থ থেকে জেলা ও উপজেলা গুলোর অনুকূলে সর্বমোট এ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দের শর্তে বলা হয়, বরাদ্দ করা অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এ অর্থ ব্যয়ে কোনো অনিয়ম দেখা দিলে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে, অব্যয়িত অর্থ ৩০শে জুনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে এবং অনুষ্ঠান সম্পাদনের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। চিঠিতে বলা হয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চিফ অ্যাকাউন্ট এ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার ৬৪টি জেলার প্রতিটির জন্য ৫০ হাজার টাকা হারে এবং ৪৩৪টি উপজেলার অনুকূলে ৩০ হাজার টাকা হারে সর্বমোট ১ কোটি ৬২ লাখ ২০ হাজার টাকা জেলা ও উপজেলা গুলোর মধ্যে বরাদ্দের জন্য বিভাগীয় হিসেবে নিয়ন্ত্রক/জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়ার অথরিটি করবেন। এতে আরো বলা হয়, সব জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর্থিক বিধিবিধান অনুযায়ী ব্যয়ের বিল ভাউচারের মাধ্যমে সরাসরি বিল দাখিল করে বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে উত্তোলন করবেন এবং বিল-ভাউচার পরবর্তী অডিটের জন্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন। উৎসব পরবর্তী দশ কর্মদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে সচিত্র প্রতিবেদন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বলা হয় চিঠিতে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

জ্বালানির নতুন উৎস উদ্ভাবন করতে বললেন রাষ্ট্রপতি

জ্বালানির নতুন নতুন উৎস উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদার করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বিইআরসিকে নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গভবনে বিইআরসি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ পেশকালে এই নির্দেশনা দেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জ্বালানির নতুন নতুন উৎস উদ্ভাবনে আমাদের জোর দিতে হবে।' এ বিষয়ে বিইআরসিকে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে নির্দেশনা দেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'একটি দেশের আর্থ-সামাজিকসহ সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত।' তিনি বলেন, 'দেশের উন্নয়নের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়ছে।' রাষ্ট্রপতি আশা করেন, জ্বালানি খাতে স্থিতিশীলতা ও মূল্য নির্ধারণে বিইআরসি সরকারকে সঠিক ও যুগোপযোগী সুপারিশ এবং পরামর্শ দেবে। কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল আমিনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন ড. মোহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান এবং বিইআরসি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান খান। কমিশনের চেয়ারম্যান এসময়ে বিইআরসির কার্যক্রম রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। প্রতিনিধি দল তাদের কার্যক্রমে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা ও নির্দেশনা কামনা করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

রূপপুরে আরো ২ পারমাণবিক বিদ্যুৎ ইউনিট নির্মাণের প্রস্তাব রাশিয়ার

পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় নতুন দুইটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ ইউনিট নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রাশিয়ার রাষ্ট্র পরিচালিত পারমাণবিক শক্তি কর্পোরেশন, রোসাটম-এর মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেভ এ প্রস্তাব করেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মোঃ নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুরে নতুন দুইটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ ইউনিট রাশিয়া সরকারের সহায়তায় নির্মাণের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নতুন দুইটি ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কারিগরি সমীক্ষা পরিচালনা করা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এসময় রোসাটমের মহাপরিচালক নতুন দুইটি ইউনিটের নির্মাণকাজ শুরু করতে কারিগরি সমীক্ষা দ্রুততম সময়ে শুরুর প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারিগরি বিভিন্ন বিষয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এরই মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের ৮৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলেও জানান তিনি। বর্তমানে রূপপুর প্রকল্প এলাকায় এক হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি ইউনিটের নির্মাণকাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রথম ইউনিটের ফিজিক্যাল স্টার্ট-আপ চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শুরু হবে। ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২ থেকে

২০২৫ এবং ২০২৬ সালে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। রোসাটম মহাপরিচালক বলেন, নতুন ইউনিট-৩ এবং ইউনিট ৪-এর নির্মাণকাজ প্রথম দুইটি ইউনিটের নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'বিদ্যমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্প্রসারণ আর্থিক দৃষ্টিকোণ এবং কারিগরি ও পারমাণবিক নিরাপত্তার আলোকে অধিকতর লাভজনক এবং যুক্তিযুক্ত, যা আন্তর্জাতিকভাবে বিবেচিত।' প্রধানমন্ত্রী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম এবং দ্বিতীয় ইউনিটে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি রাশিয়ায় ফেরত নিতে সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে নির্দেশনা দেন। এসময় রোসাটমের ডিজি প্রথম এবং দ্বিতীয় ইউনিটে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি রাশিয়ায় ফেরত নেওয়ার বিষয়ে রাশিয়া সরকারের পক্ষে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি রাশিয়ায় ফেরত নিতে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেন।রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি রাশিয়ায় ফেরত নেওয়ার বিষয়ে এরই মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ও রাশিয়া সরকার আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি সই করেছে। রোসাটমের মহাপরিচালক বলেন, 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার প্রায় আড়াই হাজার জনশক্তি কাজ করছে এবং তারা এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে।' এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোসাটম মহাপরিচালককে বাংলাদেশি এসব দক্ষ মানবসম্পদকে অন্য পারমাণবিক প্রকল্পে কাজে লাগাতে বলেন। রোসাটম মহাপরিচালকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনকে অভিনন্দন জানান। রোসাটম মহাপরিচালকও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পৌঁছে দেন। সাক্ষাৎকালে আরও উপস্থিত ছিলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আলী হোসেন প্রমুখ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

উপজেলা নির্বাচন নিয়ে মন্ত্রী-এমপিদের সতর্ক করলো আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এক বিবৃতিতে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে মন্ত্রীসহ দলীয় এমপি ও নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'গত ৭ই জানুয়ারি নিরপেক্ষভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি মাইলফলক। নির্বাচন বানচালের বহুমুখী ষড়যন্ত্র ছিল। সে প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে এসেছিল এবং নির্বাচনে সুস্পষ্টভাবে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। নির্বাচন কমিশন ২টি ধাপে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করেছে এবং ধাপে ধাপে উপজেলা পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে মন্ত্রী-এমপিদের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ থাকবে না।' তিনি আরো বলেন, 'কেউ কোনো ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করলেও দলীয় প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।' বিবৃতিতে কাদের বলেন, 'নির্বাচনে কোনো প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বিনষ্ট করার কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকার জন্য মন্ত্রীসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় এমপি ও নেতা-কর্মীদের প্রতি সাংগঠনিক নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

এডিবির কাছে আরো বাজেট সহায়তা চায় বাংলাদেশ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এডিবির কাছে আরো বাজেট সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এডিবি ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাতিমা ইয়াসমিনের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করে বাজেট সহায়তা চান অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। মঙ্গলবার, ২রা মার্চ সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর দফতরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অর্থ বিভাগের সচিব মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী ও অর্থ সচিব সাংবাদিকদের এডিবির কাছে আরো বাজেট সহায়তা চাওয়ার বিষয়টি জানান। আর এডিবি ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।' বৈঠকের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'এডিবির সঙ্গে সম্পর্ক ডেভেলপ করছে ৫০ বছর ধরে। এটা আরো ভালো হবে, আরো শক্তিশালী হবে। তার জন্যই আমরা সন্তুষ্ট।' তিনি বলেন, 'আমরা এডিবির বার্ষিক সম্মেলনে যাচ্ছি। সেখানে আরো আলোচনা হবে। কিন্তু সো ফার আমরা খুবই হ্যাপি। যেভাবে উন্নত হচ্ছে এবং আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তারা আমাদের প্রয়োজন বুঝতে পারছে। আমরা খুবই সন্তুষ্ট।' এ সময় অর্থ সচিব বলেন, 'এডিবি আমাদের ৫০ বছরের বন্ধু। আমরা এডিবির কাছ থেকে ফান্ড পেয়ে আসছি, ভবিষ্যতে যেন আরো পাই সেজন্য অর্থমন্ত্রী অনুরোধ করছে। বিশেষ করে বাজেট সাপোর্ট আমাদের নতুন উইন্ডো, বাজেট সাপোর্টে এডিবি আমাদের অনেক হেল্প করেছে।' তিনি বলেন, 'করোনার সময় আমাদের বাজেট সাপোর্টে দেওয়ায় আমরা ইকোনমির দ্রুত রিকভারি করতে পারছি। এই বাজেট সাপোর্ট যেন আরো বাড়ে সেজন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী রিকোয়েস্ট করেছেন।' আরো বাজেট সাপোর্টে চাওয়ার প্রেক্ষিতে এডিবির পক্ষ থেকে কী বলা হয়েছে? সাংবাদিকরা এমন প্রশ্ন করলে ফাতেমা

ইয়াসমিন বলেন, 'আলোচনা করছি আমরা।' এরপর অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বাজেট সাপোর্টও দেবে। ওরা আসছেই তো এজন্য।' আমাদের অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এডিবি প্রতিনিধি দলের কোনো অবজারভেশন আছে কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'না কোনো অবজারভেশন নেই। ওরা খুব খুশি।'এদিকে চলতি বছরের জন্য এরই মধ্যে বাংলাদেশকে ৪০ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এডিবি। গত বছরের ১১ ডিসেম্বরে এ বিষয়ে চুক্তি সই হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার কাছ থেকেও ৯ কোটি ডলারের বাজেট সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। ইআরডির তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি আট মাসে সুদ ও আসল বাবদ আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের প্রায় ২০৩ কোটি ডলার পরিশোধ করেছে সরকার। গত অর্থবছরের একই সময়ে পরিশোধ করেছিল ১৪২ কোটি ডলার। অর্থাৎ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে ৪৩ শতাংশ। এর মধ্যে সুদ পরিশোধ করা হয়েছে ৮০ কোটি ৬০ লাখ ডলার, আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা দ্বিগুণ হয়েছে। সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোয় সরকারের বাজেট সহায়তা নেওয়ার পরিমাণ বাড়তে দেখা যাচ্ছে। মূলত কোভিড-১৯ পরবর্তীতে টিকা কেনা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য বাজেট সহায়তার পরিমাণ বেড়েছে। এছাড়া ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকার বাজেট সহায়তা নেওয়ার কার্যক্রম জোরদার করে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার ১৭৬ কোটি ডলার, ২০২২১-২২ অর্থবছরে ২৫৯ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০৯ কোটি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০০ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা নেয় সরকার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট সহায়তার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫ কোটি ডলার। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

মানুষের মধ্যে কোনো হাহাকার নেই : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দেশে দুর্ভিক্ষের শুধু পদধ্বনি নয়, দুর্ভিক্ষ বিরাজমান, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর এমন বক্তব্যের উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'রিজভী সাহেবের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, উনার মানসিক ভারসাম্য পরীক্ষা করা দরকার। দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে বা দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে এটি রিজভী সাহেব যখন বলতে পেরেছেন তখন তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।' তিনি বলেন, 'দেশের মানুষের মধ্যে কোনো হাহাকার নেই। দেশের মানুষ সবাই খেতে পারছে। ওনার মানসিক সুস্থতা পরীক্ষা করার জন্য আমি ড্যাবের ডাক্তারদের অনুরোধ জানাবো।' মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। অর্থপাচার নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'পাচার করা অর্থ বেশিরভাগ হয়েছে বিএনপির আমলে। পরে যে হয়নি তা নয়, পরেও হয়েছে। সেগুলো নিয়ে নানা ইন্টারন্যাশনাল 'ল' এবং কমপ্লিকেশন আছে। আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করছি।' তিনি বলেন, 'বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মানি লন্ডারিং-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে এসে এপিআই সই দিয়ে গেছে এবং তার শাস্তি হয়েছে। খালেদা জিয়ার দ্বিতীয় পুত্র আরাফাত রহমানের পাচার করা টাকা সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়েছে। তারা যখন ক্ষমতায় ছিল পরপর বাংলাদেশ পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেগুলো ঢেকে রাখার জন্য রিজভী সাহেব আবোল-তাবোল বলছেন।' বিএনপি নেতাদের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার প্রতিযোগিতা চলছে বলেও মন্তব্য করেন ড. হাছান মাহমুদ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

এ সপ্তাহে বিজিপি সদস্যদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে না : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বৈরী আবহাওয়ার জন্য এ সপ্তাহে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর, বিজিপি সদস্য, সেনাবাহিনীর সদস্য ও শুল্ক কর্মকর্তাসহ মোট ১৮০ জনকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ তথ্য জানান। আশ্রিত মিয়ানমারের সেনা-বিজিপি এবং শুল্ক কর্মকর্তাদের চলতি সপ্তাহে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল সরকারের। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মিয়ানমারের ১৭৭ জন বিজিপি সদস্য বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। সম্প্রতি আশ্রয় নেন তাদের তিন সেনা সদস্য। সবমিলিয়ে ১৮০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে মিয়ানমারের সঙ্গে আমরা আলাপ-আলোচনায় আছি। তারা ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মত হয়েছে।' ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মিয়ানমার প্রস্তাব দিয়েছে, সমুদ্র পথে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু আবহাওয়ার কারণে সম্ভব হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম এ সপ্তাহের মধ্যে ফেরত পাঠাতে পারবো। তবে এ সপ্তাহে হচ্ছে না। এর মধ্যে আবহাওয়া যদি শান্ত হয় আগামী সপ্তাহ বা সহসা তাদের ফেরত পাঠাতে পারবো।' মিয়ানমারের কারাগারে ১৭০ বাংলাদেশি আটক রয়েছেন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'মিয়ানমারের কারাগারে ১৭০ জন বাংলাদেশি আটক আছেন। তাদের ফেরত আনার বিষয়ে আমরা প্রস্তাব দিয়েছে। এ ব্যাপারে মিয়ানমার ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে, বিষয়টি এ পর্যায়ে আছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

অটিজম ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের জীবন মান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে।' মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৭তম বিশ্ব

অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, সচেতনতা -স্বীকৃতি -মূল্যায়ন, শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ খায়রুল আলম শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি আ. ফ. ম. রুহুল হক এমপি। মন্ত্রী বলেন, 'অটিজম বিষয়ক সচেতনতা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিরাও যেন দেশের অন্যান্য নাগরিকের মত সমান অধিকার ও সম্মান পায় সে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে। তাদের যথাযথ পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে টিকে থাকার মত সক্ষম করতে হবে।' মন্ত্রী অটিজম বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন, 'তথ্যের অবাধ প্রবাহের যুগে বাস করছি। দেশ এখন শতভাগ ডিজিটাল। প্রচলিত গণমাধ্যমের বাইরেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তৎক্ষণাৎ দেশ বিদেশের খবরাখবরসহ অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারি। ইন্টারনেটের ওপেন সোর্সের মাধ্যমে অটিজমসহ স্নায়ুবিক অন্যান্য ডিজঅর্ডার সম্পর্কে জেনে সচেতন হতে পারি। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অটিজম বিষয়ক গবেষক, চিকিৎসকের বাইরেও ব্যক্তিগত বা সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে পারি। একটি শিশুর বিকাশের প্রথম দিকেই যদি বাবা মা বা তার অভিভাবক বুঝতে পারে তার শিশুটির স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাহলে তার চিকিৎসা, পরিচর্যা, জীবন ধারণ ও বেড়ে উঠা অনেক সহজ হবে। অটিজম বা স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার থেকেও তারা রেহাই পাবে।' মন্ত্রী বলেন, 'তাদের চিকিৎসায় এনডিডি ট্রাস্ট থেকে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, এনডিডি শিশু ও ব্যক্তির মাতা-পিতা ও কেয়ারগিভারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, অটিজম শনাক্তকরণ ও মাত্রা নিরূপণের জন্য স্মার্ট অটিজম বার্তা ও বলতে চাই নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এনডিডি ব্যক্তিদের শনাক্তকরণে আধুনিক স্ক্রিনিং টুলস প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা চালু করা হয়েছে, এনডিডি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্কুল/ প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং এবং সেবা প্রদান করা হচ্ছে, এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য জব ফেয়ার এর আয়োজন করে কর্মে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও স্থানীয় পর্যায়ে এনডিডি গুডউইল অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ করা হচ্ছে।' সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে অটিজম নিয়ে কাজ করলে এ বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি তাদের জীবন আরো সহজ হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এর আগে মন্ত্রী অটিজম বিষয়ে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পাঁচ ক্যাটাগরিতে পুরস্কারের জন্য মনোনীত **১৩** ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন ও নীল বাতি প্রজ্বলন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি ও শিশুদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

নতুন কারিকুলামে অটিজম শিশুরা আরো বেশি শিখবে : শিক্ষামন্ত্রী

নতুন কারিকুলামে অটিজম শিশুরা আরো বেশি শিখতে পারবে মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেছেন, 'আগে যে পদ্ধতি ছিল, তা অটিজম শিক্ষার্থীদের জন্য আরো চাপের ছিল। বর্তমানে নতুন কারিকুলামের মাধ্যমে অটিজম শিশুরা আরো বেশি শিখতে পারবে।' তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে সাধারণ যে শিক্ষার্থীরা আছেন তারাও উপলব্ধি করতে পারবেন দলগত কাজ করলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা দ্রুত মূল ধারায় ফিরতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অত্যন্ত প্রয়োজন।' মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল বিকেলে বিশ্ব অটিজম দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এ সভার আয়োজন করা হয়। মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, 'আপনারা ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ, নায়েম-এর নাম শুনেছেন। সেটার ডিজাইন আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন। সেখান থেকে আমাদের সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রস্তুত করা হবে।' তিনি বলেন, 'সেখানে শুধু অটিজম শিক্ষার্থীদের দেখাশোনা হবে, তা না। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়াও হবে। যারা প্রশিক্ষণ পাবেন, তারা সেখান থেকে মাস্টার ট্রেইনার হবেন। তারা দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাদের অটিস্টিক সন্তানদের কীভাবে মূল ধারায় আনা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করবেন। যাতে তারা সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন সে ব্যবস্থা করবেন।' শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ব অটিজম শুধু পালন নয়, প্রান্তিক পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে অটিস্টিক শিশুদের বিষয়ে সচেতনতা ও তাদের অধিকারের প্রশ্নে সবার দায়িত্বশীল হতে হবে। যারা অটিস্টিক তাদের আগে সামাজিকভাবে গুটিয়ে রাখা হতো। তবে এখন তাদের নিয়ে আজ এ দিবস পালন এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি। আমাদের সন্তানদের মধ্যে যারা অটিস্টিক তাদের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। তাদের চাহিদা আমাদের বুঝতে হবে।' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শামসুন্নাহার চাঁপা। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান, মাদ্রাসা ও

কারিগরি বিভাগের সচিব ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ প্রমুখ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

আসছে বাজেটের আকার হবে ৮ লাখ কোটি টাকা : পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের আকার ৮ লাখ কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার। তিনি বলেন, 'আসন্ন বাজেটে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের প্রতিফলন ঘটবে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের ১১টি বিষয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়। এর বাইরেও কিছু বিষয় আছে, সেগুলোও রেখে বাজেট করা হবে।' মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত প্রাক বাজেট আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট, র‌্যাপিড। সংস্থাটির চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাকের পরিচালনায় আলোচনায় অংশ নেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ, সংসদ সদস্য মোঃ নাসির শাহরিয়ার জাহেদী, ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন র‌্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বাজেট ও সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার হবে ৮ লাখ কোটি টাকা। আমরা এরই মধ্যে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছি। শহীদুজ্জামান সরকার বলেন, 'আমরা কর জিডিপি রেশিও বাড়াতে আগ্রহী। প্রকৃত অর্থে মুক্ত অর্থনীতির অনুসারী আমরা না। আমরা মূলত কল্যাণকর অর্থনীতির অনুসারী। জনকল্যাণ অর্থনীতির জন্য যা করার তাই করা হচ্ছে। জনকল্যাণকর অর্থনীতিতে দেশ চলছে। মূল্যস্ফীতি কমানোর একটা প্রক্রিয়া হলো সুদহার বাড়ানো। সুদহার বাড়ানোর মাধ্যমে এটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে।' ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেন, 'বিগত দুই বছরে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে আমাদের। কোভিড-১৯, ডলার সংকট, সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবতো ছিলই। ব্যবসার ওপর ট্যাক্সের চাপ বাড়লে অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হয়। যেটা অর্থনীতি নিতে পারবে না। এ বছর ব্যবসা করতে না পারলে ট্যাক্স ও কর্মসংস্থান কমে যাবে। আমাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কিছু পদক্ষেপ জরুরি। এর মধ্যে বিদেশি ঋণের প্রবাহ বাড়াতে হবে, ট্যাক্স না বাড়িয়ে ট্যাক্সের আওতা বাড়াতে হবে এবং ট্যাক্স সম্প্রসারণ সহজ করতে হবে।' র‌্যাপিড চেয়ারম্যান ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'এ বছরের বাজেটের তাৎপর্য রয়েছে। চাপ রয়েছে মূল্যস্ফীতি ও বিদেশি মুদ্রার। আমদানি কমিয়ে মূল্যস্ফীতি কমানো যায়, এক্ষেত্রে কিন্তু বিদেশি মুদ্রার চাপও রয়েছে আমাদের। উচ্চ প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা এবারের বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানো ও সরকারি ব্যয় কমানো মুখোমুখি অবস্থানে থাকবে।' তিনি বলেন, '১০ বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। এ কারণে আমাদের উচ্চ প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে রাজস্ব আহরণ সংস্কার প্রয়োজন, মুদ্রা বিনিময়হার সংস্কার দরকার। একইভাবে ব্যাংকখাতে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা গুণগত মান বজায় রাখা দরকার।' এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ বলেন, 'বাজেট তৈরি করা হচ্ছে, পাস হচ্ছে কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বাজেট করা হচ্ছে বড় আকারের, একাধিক বিষয়ের বিশ্লেষণে। সাধারণরা সেখানে যেতে পারছে না। অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারতে বাজেট পেশ হলো কয়েক পৃষ্ঠার। আবার বাজেট তৈরি করা হয়, সব মহলের বাজেট বক্তৃতা হয়, তাহলে তার প্রতিফলন কোথায়? বাজেট তৈরির আগেই সবার মতামত নেওয়া দরকার, স্ট্যান্ডিং কমিটির সামনে পেশ ও মতামত, বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন। এটা হলে বাজেট বাস্তবায়ন না হলে তাদের ধরা যেতো।' কর বাড়ানো নিয়ে এনবিআরের সাবেক এ চেয়ারম্যান বলেন, 'এনবিআরের কর আদায় প্রক্রিয়া অনলাইন বা ডিজিটালাইজেশন কেন হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। অনেক আগেই এটা হওয়া উচিত ছিল। আজ আমাদের করদাতা বাড়ছে না। অথচ উপজেলা পর্যায়েও মানুষের আয় বেড়েছে, সে হারে করদাতা বাড়েনি। কর খেলাপিদের বাড়তি সুযোগ দেওয়ার কারণে সাধারণ করদাতাদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এনবিআরের কর আদায় প্রক্রিয়া অনলাইন বা ডিজিটালাইজেশনের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। এনফোর্সমেন্ট বাড়াতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সব প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকে কাজে লাগাতে হবে।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

সেবা নিতে একবার দেওয়া তথ্য আর দিতে হবে না সরকারকে : তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

সেবা নিতে একবার দেওয়া তথ্য আর দ্বিতীয়বার সরকারকে দিতে হবে না বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল সচিবালয়ে নিজ দফতরে এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর বিভাগের প্রধান ক্রিস্টি ক্যারেলসনের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এস্তানিয়ার ই-গভর্নেন্সে অ্যাকাডেমির সঙ্গে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করেছি। যেখানে এস্তোনিয়ার যে কৌশল, সেটা কাজে লাগানো হবে। সেখানের ১৩ লাখ মানুষ কখনো সরকারকে একটি তথ্য দিলে দ্বিতীয়বার আর দিতে হয় না।' প্রযুক্তি সফলতার কথা তুলে ধরে তা বাংলাদেশেও প্রয়োগ করার কথা জানিয়ে জুনাইদ আহমেদ বলেন, 'কেউ যদি ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য একটি তথ্য একবার দেন, এরপর কেউ যদি পাসপোর্ট

করতে যান, তাহলে একই জিনিস তাকে দ্বিতীয়বার দিতে হবে না। তাদের যে প্রযুক্তিগত কাঠামো আছে, সেগুলো স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও কাজে লাগানো সম্ভব।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, নাগরিক কেন্দ্রিক সুবিধা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হবে। এতে সময় ও খরচ কমে যাবে। পাশাপাশি দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত সেবা দেওয়া হবে। এটা করতে এস্তোনিয়ার সাফল্য ও সক্ষমতা ব্যবহার করবো। পাশাপাশি এস্তোনিয়ার প্রযুক্তিগত জ্ঞান অনেক আছে, কিন্তু দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ নেই। কারণ সেটা ১৩ লাখ মানুষের একটি দেশ। আর আমরা ১৭ কোটি মানুষের দেশ।' তিনি বলেন, 'দুইদেশের মধ্যকার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম যাতে আরো ঘন ঘন হয়, সে বিষয়ে কথা হয়েছে। দিল্লি থেকে যে রাষ্ট্রদূত এসেছেন, তিনিও আগামীতে সহযোগিতা বাড়াবেন।' ডাক ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'বাংলাদেশ ও এস্তোনিয়ার মধ্যে আইটি সম্পৃক্ত একটি বিজনেস পোর্টাল চালু করবো। একটি সমঝোতা স্মারকও সই করা হবে। রফতানি আয় বাড়ানো ও সাইবার নিরাপত্তার বিষয় থাকবে এই সমঝোতায়। আগামীতে এস্তোনিয়ায় আমাদের আইটি রফতানির কেন্দ্র হবে। পাশাপাশি তাদের বিনিয়োগও বাংলাদেশে বাড়বে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ঈদের পর পুরান ঢাকায় রাসায়নিক গুদামে চিরুনি অভিযান : মেয়র তাপস

ঈদের পর পুরান ঢাকার রাসায়নিক গুদামের বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল দুপুরে মতিঝিলে ডিসিসিআই মিলনায়তনে এক মত বিনিময় সভায় এ কথা জানান তিনি। 'পুরান ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে যানজটের প্রভাব ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক এ মত বিনিময় সভা আয়োজন করে ডিসিসিআই। সভায় শেখ ফজলে নূর তাপস প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। মত বিনিময় সভায় শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, 'পুরান ঢাকা আমরা আর ঝুঁকিপূর্ণ রাখতে পারি না। কিছুদিন আগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং এটা প্রতিনিয়ত ঘটছে। ইতোমধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি স্থানান্তরের জন্য যে গুদামঘর, কারখানা প্রয়োজন তা শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে শ্যামপুরে শিল্পাঞ্চলে করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত সেখানে মাত্র একজন গিয়েছেন। আমরা তাকে বাণিজ্য অনুমতি বা ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছি। আরেকজন আবেদন করেছেন। সেটাও আমরা করে দিচ্ছি। আজকের এই সভার মাধ্যমে পুরান ঢাকায় যারা রাসায়নিক ব্যবসা করছেন তাদের প্রতি আমার নিবেদন এবং কঠোর হুঁশিয়ারি থাকবে। আপনারা আইন অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে সেখানে স্থানান্তরিত হোন। না হলে ঈদের পরে আমরা চিরুনি অভিযান করবো।' রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হয় এমন ভবনগুলো প্রয়োজনে সিলগালা করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি জানিয়ে শেখ তাপস বলেন, 'আমাদের তালিকাভুক্ত এক হাজার ৯২৪টি রাসায়নিক দ্রব্যাদির গুদাম ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সেখানে রয়েছে। আমরা ২০১৭ সালের পর থেকে সেসব প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বন্ধ রেখেছি। তারপরও আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে সেখানে ব্যবসা করছেন। আমরা ঈদের পর চিরুনি অভিযান পরিচালনা করে সবগুলো বন্ধ করে দেবো। আরেকটি বিষয় হলো, সেসব ভবনের পরে কিন্তু অনেকেই আবাসন হিসেবে ব্যবহার করেন আবার নিচে গুদামঘর। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই প্রয়োজনে সেসব ভবন সিলগালা করে বিদ্যুৎ-পানি বন্ধ করে দেবো। এতে পুরো ভবন বন্ধ হয়ে যাবে। তখন যে ভোগান্তি হবে সেজন্য আপনারা আমাদের দোষারোপ করতে পারবেন না।' ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডিটিসি-এর নির্বাহী পরিচালক নীলিমা আক্তার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ট্র্যাফিক মোঃ মুনিবুর রহমান, পরিবহন বিশেষজ্ঞ ড. এস এম সালেহ উদ্দিন, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক মোঃ আব্দুল বাকী মিয়া-সহ পুরান ঢাকা কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, বাংলাদেশের জিডিপিতে ঢাকার অবদান ৪৬ শতাংশ আর ঢাকাকেন্দ্রিক যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তন্মধ্যে পুরান ঢাকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান প্রায় ৪০ শতাংশ। সুতরাং পুরান ঢাকার যানজট কমাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে এবং বিদ্যমান সমস্যাসমূহের আশু সমাধান অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আশিকুর রহমান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আরিফুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

আগে দুর্নীতিবাজরা একপাশ দিয়ে হাঁটতো, এখন মাঝখান দিয়ে হাঁটে : দুদক চেয়ারম্যান

দুর্নীতি প্রতিরোধে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশন, দুদকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, 'আগে দুর্নীতিবাজরা রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটতো, এখন মাঝখান দিয়ে হাঁটে।' মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল বিকেলে রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের স্মরণিকা 'সুপথের' মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। দুদকের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান হয়। দুদক চেয়ারম্যান বলেন, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে কাদের সঙ্গে রাখবো, সেটাও দেখতে হবে। দুর্নীতিবাজদের সহায়তা নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করলে প্রশ্ন তৈরি হয়। দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে নিলে তারা আপনাদের ভেতর থেকে কাটবে। আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হতে দেবে না। এটা বিবেচনা করা উচিত।' সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনাদের নিজের ঘরে দুর্নীতি আছে কি না সেটাও

দেখতে হবে।' দুদক কমিশনার, অনুসন্ধান আছিয়া খাতুন বলেন, 'মামলার চার্জশিট ছাড়াও প্রতিরোধের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। সাংবাদিকদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে খবর প্রকাশ করতে হবে।' অনুষ্ঠানে সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের সভাপতি জেমসন মাহবুব।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ঈদে ফিটনেসবিহীন গাড়ি, নসিমন-করিমন-ভটভটি চলতে পারবে না : আইজিপি

ঈদে মহাসড়কে নসিমন, করিমন ও ভটভটি অথবা এ ধরনে যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। একই সঙ্গে চলাচল করতে পারবে না ফিটনেসবিহীন কোনো যান। এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক, আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ঈদুল ফিতর এবং বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় এ নির্দেশনা দেন তিনি। এসময় তিনি ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার জন্য মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক মাঠে থেকে ব্যক্তিগত তদারকির কথা বলেন আইজিপি। আইজিপি সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। এছাড়া নৌ দুর্ঘটনা ও নৌ ডাকাতি রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নৌ পুলিশকে নির্দেশনা দেন তিনি। দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি জেলা পুলিশকেও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন আইজিপি। পুলিশপ্রধান বলেন, 'গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশকে তৎপর থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' তিনি ঈদে শহর ছেড়ে যাওয়া মানুষের বাসাবাড়ি, মার্কেট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশনা দেন। আইজিপি বলেন, 'বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। আনন্দমুখর পরিবেশে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের লক্ষ্যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।' সভায় অতিরিক্ত আইজিপি, প্রশাসন মোঃ কামরুল আহসান, স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত আইজিপি মোঃ মনিরুল ইসলাম-সহ অন্যান্য অতিরিক্ত আইজিপি, বিশেষায়িত ইউনিটের প্রধান, ঢাকাস্থ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট প্রধান, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং রেঞ্জ ডিআইজি উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

BBC

CHARITY SUSPENDS GAZA AID WORK AFTER STAFF KILLED

International food charity World Central Kitchen (WCK) is suspending its operations in Gaza following the death of seven of its workers in an Israeli air strike. The charity said those killed were part of an aid convoy that was leaving a warehouse in central Gaza. The Israel Defence Forces (IDF) said it was conducting a thorough review into the incident. Gaza's Hamas-run media office also blamed Israel. WCK is one of the main suppliers of desperately needed aid to Gaza. (BBC Web Page: 02/04/24, FARUK)

CHILD, 13, WOUNDS THREE IN FINLAND SCHOOL SHOOTING

Three children aged 13 have been wounded in a shooting at a school in the Finish city of Vantaa, police say. Police say they responded to the incident at Vietola school before 09:00 on Tuesday and urged local residents to remain indoors. A suspect, who police say was also aged 13, has been arrested. The school has 800 students and 90 staff. Witnesses told public broadcaster YLE that two ambulances had left the scene.
(BBC Web Page: 02/04/24, FARUK)

IRAN ACCUSES ISRAEL OF KILLING GENERALS IN SYRIA

Iran's Revolutionary Guards say seven officers have been killed in an Israeli strike on the Iranian consulate building in Syria's capital, Damascus. Brig-Gen Mohammad Reza Zahedi, a senior commander of the elite Quds Force, and Brig-Gen Mohammad Hadi Haji-Rahimi, his deputy, were named among the dead. Iran and Syria's governments condemned the attack, which destroyed a building next door to the Iranian embassy. The Israeli military said it did not comment on foreign media reports. (BBC Web Page: 02/04/24, FARUK)

UK AND US SIGN LANDMARK DEAL TO TEST AI SAFETY

The UK and US have signed a landmark deal to work together on testing advanced artificial intelligence (AI). The agreement signed on Monday says both countries will work together on developing robust methods for evaluating the safety of AI tools and the systems that underpin them. It is the first bilateral agreement of its kind. UK tech minister Michelle Donelan said it is the defining technology challenge of our generation. "We have always

been clear that ensuring the safe development of AI is a shared global issue," she said. (BBC Web Page: 02/04/24, FARUK)

SENEGAL VOTE OFFERS HOPE TO FRUSTRATED YOUNG AFRICANS

Few political turnarounds can match the last month in Senegal. Just over two weeks ago, Bassirou Diomaye Faye was a little-known opposition leader languishing in jail, detained without trial on charges including inciting insurrection, who had never held elected office. One week ago, he defeated the governing party's candidate, Amadou Ba, in the country's presidential election, winning 54% in the first round. On Tuesday, the 44-year-old is set to be sworn in as the fifth president of Senegal and become Africa's youngest elected head of state. In a region where a large majority of the population are under 30, his victory offers hope to those young people frustrated by a lack of economic opportunities, with old elites seemingly clinging to power. (BBC Web Page: 02/04/24, FARUK)

FLORIDA VOTERS TO HAVE SAY ON SIX-WEEK ABORTION BAN

Florida's top court has paved the way for the state's six-week abortion ban to take effect, but is allowing voters to have their say on the issue. The justices have upheld the state's 15-week ban on abortion, in a ruling that means a subsequently passed six-week ban can soon begin. But the court will also let Floridians decide in November if abortion rights should be sealed in the state charter. Most Americans back legalized abortion, but most also favour restrictions. The abortion ballot initiative could energies liberal voters in a presidential swing state that has been trending conservative in recent election cycles.
(BBC Web Page: 02/04/24, FARUK)

BANGLADESHI WOMEN LEFT SUICIDAL BY TIKTOK TROLL

Women from the Bangladeshi community in the UK say their lives are being ruined by a TikTok troll, a BBC investigation has found. Despite reporting threats and abuse to police forces in the UK and France as well as social media companies, many said they have been left feeling suicidal and desperate because no-one was taking any action to stop it. Sultana (not her real name) lives Yorkshire and used TikTok to speak out about issues important to her like misogyny and toxic relationships. She said she became a victim of this troll on the social media platform in 2021 after she defended a friend on TikTok who was also targeted by him. (BBC Web Page: 02/04/24, FARUK)

ISRAELI GOVERNMENT SAYS IT WILL BAN AL JAZEERA

The Israeli parliament has approved a law giving the government the power to ban broadcasts of TV channels including Al Jazeera, the Qatari-owned network. Prime Minister Benjamin Netanyahu said he would act immediately to close the network's local office. The US expressed concern over the move. With foreign journalists banned from entering Gaza, Al Jazeera staff based in the strip have been some of the only reporters able to cover the war on the ground. The Knesset, Israel's parliament, approved the bill allowing foreign networks considered a threat to national security to be temporarily banned.
(BBC Web Page: 02/04/24, FARUK

::The End::